নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৬ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

মাসান্তিক
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ১৭ মাঘ – ২৩ মাঘ, ১৪৩২ ঃ ৩১ জানুয়ারি – ০৬ ফেব্রুয়ারি , ২০২৬

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 14, 31 January - 06 February 2026

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ইচ্ছাকৃত গাফিলতি, অসাধু কাজ, কমিশনের বিধি নিষেধ

না মানলে ও প্রভাবিত হয়ে কাজ করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বিএলওকে সাসপেন্ড করা যেতে পারে বলে ছাড়পত্র দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

রবিবার : আগামী ১ এপ্রিল থেকে দেশজুড়ে শুরু হবে

জনগণনা। অন্যান্য রাজ্য এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করলেও এখনও তা করেনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এমনকি দিল্লিতে হওয়া মুখ্যসচিবও নোডাল অফিসারদের নিয়ে সেন্সাস কমিশনের বৈঠকেও হাজির হল না বাংলার প্রতিনিধি।

সোমবার : প্রথা মেনে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের দিন ঘোষণা হল পদ্ম

সম্মান। ৫ জন পদ্মবিভূষণ ও ১৩ জন পদ্মভূষণের তালিকায় বাঙালি না থাকলেও ১৩১ জন পদ্মশ্রী প্রাপকের তালিকায় আছেন ১১ জন বাঙালি। রয়েছেন বাংলার অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও।

মঙ্গলবার : নাজিয়াবাদের গুদামে লাগা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অসহায়

অবস্থায় জীবন্ত পুড়ে মারা গেলেন ৮ জন। আরও অনেকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। নানা প্রশ্ন এড়িয়ে নেতা মন্ত্রীরা মুখ লুকোতে আর নিজেদের পিঠ বাঁচাতে ব্যস্ত।

বুধবার : এবার রাজ্যের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সংঘাত শুরু

অফিসারদের বদলি নিয়ে। কমিশনের অধীনে এসআইআরের কাজে যুক্ত থাকা আইএএস অফিসারদের কেন বদলি করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা জানতে চাওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে।

বৃহস্পতিবার: নিজের বিজনেস জেটে ভোট প্রচারে যাওয়ার পথে

মহারাষ্ট্রের বারামতি বিমান বন্দরে নামতে গিয়ে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের। দেহরক্ষী, দুই পাইলট, এক বিমানকর্মী সহ বিমানের কেউই বেঁচে নেই।

শুক্রবার: ইউচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র গুলিতে জাত ভিত্তিক বৈষম্য

রুখতে ইউজিসির নির্দেশিকা নিয়ে শোরগোল শুরু হয়েছে সারা দেশে। সামান্য বর্গের পড়ুয়ারা বিক্ষোভে উত্তাল। সুপ্রীম কোর্ট সেই নির্দেশ আপাতত স্থগিত করে দিয়েছে। পরবর্তী শুনানী ১৯ মার্চ।

সবজান্তা খবরওয়ালা

কেমন চলছে বাংলার কর্মক্ষেত্র

খোঁজ দিয়ে গেল নাজিরাবাদ

ওঙ্কার মিত্র

মানবাধিকার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি : নরেন্দ্রপুরের নাজিরাবাদে বেসরকারী সংস্থার গুদামে অগ্নিকাণ্ড ও মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় তথ্যানুসন্ধানে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস প্রতিনিধি দল। ২৯ জানুয়ারি দুপুরে সংগঠনের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের পাশাপাশি নিহতদের পরিজনদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অভিযোগ গুদামে বাইরে থেকে তালা বন্ধ রেখে ভেতরে কাজ চলছিলো।ফলে আগুন লাগলে তা নিয়ন্ত্রণ ও উদ্ধার কার্যে সমস্যা হয়। এই কারণেই এত সংখ্যক মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস রাজ্য কমিটির সদস্য সুজয় দাস বলেন, এই ঘটনা শুধুমাত্র মর্মান্তিক নয় বরং অমানবিকতার জলন্ত দৃষ্টান্ত। সিপিডিআরএস তথ্যানুসন্ধানকারী দলের দাবি এই ঘটনার যথাযথ তদন্ত ও দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্তদের যাবতীয় সহায়তা প্রদান করতে হবে। এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর সুজয় দাস, পুলক দে, ডঃ রেশমা সিং এবং নির্মল ঘোষের নেতৃত্বে ৪ সদস্যের সিপিডিআরএস ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের পক্ষ থেকে নরেন্দ্রপুর থানায় পুলিশ আধিকারিকের সাথে সাক্ষাৎ করেন ও স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়।

আমরা যখন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকের দুর্গতি নিয়ে অন্য রাজ্যকে তুলোধুনা করছি তখন ৭ টি দপ্তর, ১ টি নির্মাণ ও ২৫ টি অকালে ঝরে যাওয়া প্রাণকে সঙ্গে করে বাংলার কর্মক্ষেত্র ও শ্রমিকদের হাল হকিকৎ বুঝিয়ে দিয়ে গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত আনন্দপুর লাগোয়া নাজিরাবাদ যেখানে একটি কারখানার দুটি বন্ধ গুদামে জীবন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়ে মারা গেলেন ২৫ জন শ্রমিক। অনেকের পোড়া হাড়গোড় ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। এখনও অনেকে নিখোঁজ।

অভিযোগ উঠেছে ঘটনাস্থল কারখানাটি অবৈধ ভাবে তৈরী হয়েছে ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েট ল্যান্ডের অন্তর্গত জলাভূমি বুজিয়ে। আরও অভিযোগ, এর না ছিল কোনও অনুমোদন, না ছিল কোনো অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য এই অভিযোগের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে রাজ্যের ভূমি, পরিবেশ, পুর, বিদ্যুৎ, দমকল ও পুলিশ দপ্তর। যদিও ওয়েট ল্যান্ডের মত স্পর্শকাতর জলাভূমি জমি মাফিয়ার কবলে কিভাবে চলে গেল, কি করে পরিবেশ দপ্তরের অধীনে থাকা ওয়েট ল্যান্ড ম্যানেজমেন্টের জমিতে গড়ে উঠল অবৈধ নির্মাণ, কিভাবে ছাড়পত্র মিলল পুর, বিদ্যুৎ ও দমকল দপ্তরের, জলাভূমি বোজাবার বহু অভিযোগ থাকা সত্বেও এবং মুখ্যমন্ত্রী বারংবার জলাভূমি নিয়ে সতর্কবার্তা দিলেও পুলিশ কেন চুপ করে রইল, রাজ্যের তিন মন্ত্রী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেও এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি।

এটাতো গেল ঘটনার জড় পদার্থের অংশ। এই অবৈধ চক্রব্যূহে বলি দিত যে সব শ্রমিকদের এনে ফেলা হল তাঁদের জন্য নাকি আছে শ্রম দপ্তর এবং দরদী শ্রমিক নেতারা। যদিও নাজিরাবাদের ঘটনার ১০০ ঘন্টার উপর কেটে গেলেও এদের কাউকেই সেখানেই দেখা যায়নি। অথচ কিছুদিন আগে মরচে পড়া পুরানো ২৯ টি শ্রম আইনকে ঘষে মেজে ৪ টি কোডে অন্তর্ভুক্ত করেছে কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তর যার ৪ নম্বরে রয়েছে শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং কর্ম পরিবেশ সংক্রান্ত কোড। কিন্তু এসব যে স্রেফ খাতায় কলমে তা তো বোঝা গেল নাজিরাবাদে। অবশ্য কেন্দ্রীয় আইন বাংলায় অচ্ছুৎ। অথচ রাজ্যের শ্রম দপ্তর বা লেবার ডাইরেক্টরেটের সাইটে মিলবে না তেমন কোনো শ্রমিক নিরাপত্তার বিধি নিয়ম। ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য কেউই যে বাংলার শ্রমিকদের পাশে নেই তা পরিষ্কার করে দিয়েছে নরেন্দ্রপুরের নাজিরাবাদের গুদাম যেখানে উঠে এসেছে গরু ছাগলের মত শ্রমিকদের রাখার অভিযোগ।

নাজিরাবাদ দেখিয়ে দিল অসহায় শ্রমিকদের মর্মান্তিক মৃত্যুও ঘুম কাড়তে পারেনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী আমলা ও শ্রমিক নেতাদের। এরপর দুয়ের পাতায়

বাংলায় তুরূপের তাস এসআইআর

শক্তি ধর

হাতে ছিল কয়লা-গরু-বালি পাচার, চিট ফান্ড-শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, সরকারি কর্মীদের আর্থিক বঞ্চনা, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ও নারী নির্যাতনের মত লোভনীয় তাস। তবু বাংলায় ভোটের আগে তুরূপের তাস হয়ে উঠল এসআইআর। জাতীয় নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্র-রাজ্য সরকার ও শাসক-বিরোধী রাজনীতি সকলেই চাইছে এই তাসেই ভোটের খেলা শেষ করতে। বিহারে সফলতার সঙ্গে এসআইআর করে নির্বাচন কমিশন আদা জল খেয়ে লেগেছে আরও ১১ রাজ্যে এসআইআর সম্পন্ন করতে। বাংলায় সরকার ও শাসক দলের সঙ্গে সংঘাতে আরও তীব্র হচ্ছে পদক্ষেপ। ২০২৫-এর ৪ নভেম্বর থেকে এনুমারেশন পর্ব শুরু হয়েছে। এই মাস তিনেকে শাসক দল বুঝিয়ে দিয়েছে এসআইআর তাদের জন্য কি বিপদ ডেকে এনেছে। একের পর এক বাধা সৃষ্টি করে তারা চাইছে নো এসআইআর। আবার একেই হাতিয়ার করে প্রধান বিরোধী দল স্লোগান তুলেছে নো এসআইআর নো ভোট। এদের দাবী এসআইআর সফল হলেই বাংলায় ক্ষমতায় আসা কেউ আটকাতে পারবে না। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বোঝাতে হাতিয়ার করেছে এসআইআর অভিযানকে। এসআইআর সফল করে তারা বোঝাতে চায় আগামী ভোটেও তাদের নিয়ন্ত্রণ হবে প্রশ্নাতীত। অন্যদিকে

এসআইআর চলাকালীন বাংলায় শাসক দলের এজেন্ডা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারের অদম্য ইচ্ছা ও কেন্দ্রীয় সরকারের কুটনৈতিক নীরবতা বুঝিয়ে দিচ্ছে তাদের আসল লক্ষ্য আগামী ভোট। আর দশটা সরকারি কাজের মত এর আগে অনেক বার পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে এসআইআর এসেছে এবং নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকারি কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় সফলভাবে তা শেষ হয়েছে। এরপর দুয়ের পাতায়

মতুয়ারা এখনও দ্বিধায়

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যের মোট ২৯৪ টি বিধানসভার মধ্যে ৭৪টি বিধানসভায় মতুয়াদের প্রাধান্য রয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক এসআইআর ভোটার তালিকায় তাদের সবার নাম অন্তর্ভুক্তি নিয়ে মতুয়াদের মধ্যে শংসয় তৈরি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'সামগ্রিক পরিস্থিতি মোটেই ভাল নয়। সম্প্রতিকালীন যে অবস্থা তাতে মতুয়ারা রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার হয়ে যাচ্ছে। এই রাজনৈতিক ট্র্যাপে পড়ে একজন মতুয়া আর একজন মতুয়ার গায়ে হাত তুলছেন। রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচে মতুয়া দর্শন তার নিজস্ব পথ হারাচ্ছে। নাগরিকত্বের ইস্যুতে এখনও পর্যন্ত যারা আবেদন করেছেন, তার দশ শতাংশও শংসাপত্র পায়নি। ফলে বাকি যে সমস্ত মানুষ আছেন, তাদের চূড়ান্ত তালিকায় নাম থাকার ব্যাপারটা অনিশ্চিত। ফলে আগামী নির্বাচনে তাদের ভোটদান নিশ্চিত নাও হতে পারে। আসলে মতুয়ারা রাজনৈতিক শিকার হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। যে সব ভোটাররা আন ম্যাপিং আছেন, তাদের নাম চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। এরপর দুয়ের পাতায়

শাসকের বিরুদ্ধে ৪ ভাইজান কি জোট বাঁধতে চলেছেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি : যদিও এখনো এসআইআর পর্ব শেষ হয়নি। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দিনক্ষণ নিয়েও সংশয় আছে। ভোট ঘোষণাও হয়নি। তবুও ইতিমধ্যেই শাসকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন শলা পরামর্শ শুরু করে দিয়েছে। সম্প্রতি কলকাতার নিউ টাউনে শাসকদলের বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে একপ্রস্থ আলোচনাও করেছেন জেইউপি নেতা হুমায়ুন কবীর এবং সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম। সূত্রের খবর তাদের মধ্যে নাকি ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট আলোচনা হয়। অন্য একটি সূত্র জানাচ্ছে ওই আলোচনার পর এক তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকীও এ ব্যাপারে খোঁজখবর করেন। অন্যদিকে মিম নেতা আসাউদ্দিন ওয়াইসিও এই ব্যাপারে যথেষ্ট কৌতুহলী। বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক মহলে একটা প্রশ্ন সবার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, তাহলে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বেগ দিতে ৪ ভাইজান কি ঐক্যবদ্ধ জোট করতে চলেছেন? বিষয়টি নিয়ে শাসক তৃণমূলও যথেষ্ট চিন্তিত বলে জানা যাচ্ছে। কারণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট তৃণমূলের কাছে বড় একটা ভোটব্যাংক। সেই ভোটব্যাংক যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে শাসকের বিরুদ্ধে ভোটে নামে তাহলে অবশ্যই চিন্তার কারণ আছে। বিশেষ করে সম্প্রতি হুমায়ুন কবীর জেইউপি দল করে ঘোষণা করে দিয়েছেন তারা ১৯০ টি আসনে লড়াই করবেন।

বাবরি মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে সে যতই বিতর্কিত বিষয় হোক তিনি ইতিমধ্যেই সংখ্যালঘু মানুষদের মনে একটা ঝড় তুলে দিয়েছেন। অন্যদিকে, আইএসএফ নেতা তথা ভাঙ্গরের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীও শাসকের বিরুদ্ধে ক্রমশ আক্রমণাত্মক যে সমস্ত কথা এবং যুক্তি বলছেন তাতেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ অনেকেই তাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন। বিধানসভার আসনে শূন্য থাকা ৩৪ বছরের বাম দলের নেতা মহম্মদ সেলিমও বোধ হয় কোথাও অনুভব করছেন যে সংখ্যালঘু ভোট যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে শাসককে অবশ্যই বেগ দেওয়া যাবে। আর যদি এই সংখ্যালঘু শাসকবিরোধী ভোটগুলো পৃথক পৃথকভাবে লড়াইয়ে নামে সেটা পক্ষান্তরে শাসক তৃণমূলেরই সুবিধা করে দেবে। তাই ভোটের অনেক আগে থেকেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৪ নেতা ঐক্যবদ্ধ হবার চেষ্টা করছেন বলে সূত্রের খবর। অন্যদিকে, মিম দলের নেতা আসাউদ্দিন ওয়াইসিও এবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী দেবে বলে ঘোষণা করে রেখেছেন। এরপর দুয়ের পাতায়

উঃ ২৪ পরগনা ও নদিয়ায় রেলের ৪টি প্রকল্পে সবুজ সংকেত

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়া জেলার রেল পরিকাঠামো উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক। দীর্ঘদিন ধরে অসমাপ্ত অবস্থায় থাকা মোট ৪টি নতুন রেল প্রকল্প পুনরায় চালুর জন্য সম্প্রতি সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে বনগাঁ, রানাঘাট ও পার্শ্ববর্তী সীমান্তবর্তী অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গতি আসবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

নতুন প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে বনগাঁ-চাঁদাবাজার (১১.৫ কিমি), বনগাঁ-পোড়ামহেশতলা (২০ কিমি), চাঁদাবাজার-বাগদা (১৩.৮ কিমি) এবং দত্তফুলিয়া-রানাঘাট (আড়ংঘাটা) (৮.১৭ কিমি) রেললাইন। প্রতিটি প্রকল্পেই একাধিক বড় ও ছোট সেতু নির্মাণের পাশাপাশি আধুনিক স্টেশন ভবন, প্ল্যাটফর্ম, ফুট ওভার ব্রিজ ও যাত্রীবান্ধব পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

রেল মন্ত্রকের সূত্রে জানা গিয়েছে, এই নতুন রেল সংযোগগুলি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করবে, যা জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ। একই সঙ্গে কৃষিপণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে পরিবহন সম্ভব হওয়ায় স্থানীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। লোকাল ট্রেন পরিষেবা সম্প্রসারিত হলে দৈনিক যাত্রীদের যাতায়াতের সময় কমবে, সড়ক যানজট হ্রাস পাবে এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়ে সামগ্রিক আঞ্চলিক উন্নয়নে এই প্রকল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

মাধ্যমিক দেবে ৯,৭১,৩৪০ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে সোমবার ২ ফেব্রুয়ারি। ১২ ফেব্রুয়ারি ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা দিয়ে এবছরের মূল লিখিত পরীক্ষা শেষ হবে। ২০২৫-এ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে। এবার মোট এনরোল্ড পরীক্ষার্থী রয়েছে অর্থাৎ মোট অ্যাডমিট কার্ড বিতরণ হয়েছে ৯,৭১,৩৪০ জন। এতে ছাত্রের সংখ্যা ৪,২৬,৭৩৩ জন। ছাত্রীর সংখ্যা ৫,৪৪,৬০৬ জন। ২০২৫-এ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল ৯,৬৯,৪২৫ জন। এবার মোট সেন্টার ও ভেনুর সংখ্যা ২,৬৮২টি। এতে মেন ভেনু রয়েছে ৯৪৫টি। এবং সাব ভেন্যু ১,৭৩৭ টি। পরীক্ষা ক্যানসেল করা আমাদের কাজ নয়। শেষ মুহূর্তে পর্ষদের পোর্টাল খুলে মোট ৯৫৪টি স্কুলের ১,৯৬৬ জন ছাত্রছাত্রীকে অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হয়েছে। খাতা দেখার জন্য ৫৫ হাজার টিচার দরকার।

এরপর দুয়ের পাতায়

কাশীর কোতোয়াল কাল ভৈরব দর্শণ ছাড়া তীর্থ অসম্পূর্ণ

কুনাল মালিক

মাস দুয়েক আগে উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর দ্বাদশ জ্যোতির লিঙ্গের অন্যতম কাশী বিশ্বনাথ মন্দির দর্শনে গিয়েছিলাম। যথারীতি পূজো দিয়েছিলাম কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে। পুজো দেবার পরে স্থানীয় বেশ কিছু পুরোহিত এবং তীর্থযাত্রীদের কাছে শুনেছিলাম কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পুজো দেওয়ার আগে কাশীর কতোয়াল কাল ভৈরবের অনুমতি নিতে হয়। কাল ভৈরবের দর্শন ছাড়া কাশী তীর্থধাম ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু সেসময় হাতে আর সময় না থাকায় সেটা আর করে হওয়া ওঠেনি। সম্প্রতি গিয়েছিলাম আবার বারাণসী ধামে। গত ২৭ জানুয়ারি ভারত সেবাশ্রম থেকে সকাল-সকাল স্নান করে ৮টা নাগাদ বেরিয়ে পড়েছিলাম একটি টোটো রিজার্ভ করে কাল ভৈরবের মন্দিরের উদ্দেশ্যে। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির থেকে ১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই প্রাচীন কাল ভৈরব মন্দির। প্রাচীনকালের বিশাল বিশাল অট্টালিকার মাঝে সরু গলির মধ্যে দিয়ে চলে গেছে কাল ভৈরব মন্দিরে যাবার লাইন। সকালে গিয়েই চোখে পড়লো কয়েক হাজার মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে

আছেন। আমরাও যথারীতি লাইনে দাঁড়ালাম। পুজোর ডালা হিসাবে বিশেষ কিছু প্রসাদ একটি পাত্রে, চামেলি তেল এবং কালো একটি ধাগা দেওয়া হল। প্রায় এক ঘণ্টা লাইনে অপেক্ষা করার পর কাল ভৈরবের মন্দিরে প্রবেশ করলাম। এই মন্দিরে অবশ্য দেখলাম আমাদের তারাপীঠ মন্দিরের মতো ভিআইপি লাইন বলে কিছু নেই। ধনী-গরীব-মধ্যবিত্ত সবাইকে এক লাইন ধরেই যেতে হবে। মন্দিরের পুরোহিত প্রসাদটা পুজো করে দিলেন এবং চামেলী তেলটা এক জায়গায় ঢেলে দিলেন কালো ধাগাটা এবং প্রসাদটা দিয়ে দিলেন। এই কালো ধাগাটা মাথার ওপরে ক্লকওয়াইজ সাতবার ঘোরাতে হবে। কাল ভৈরবের মূর্তিটি নিকষ কালো চোখ দুটি বিস্ফারিত এবং সূর্যের অগ্নি গোলকের মতো উজ্জ্বল। এই মন্দির থেকে বেরিয়ে তারপরে আমরা চললাম কাশির বিশ্বনাথ দর্শন করার জন্য।

প্রসঙ্গত, কালভৈরব মন্দিরটি বারাণসী পুলিশ কমিশনারেটের কোতোয়ালি থানার মধ্যে পড়ে। প্রাচীনকাল থেকেই সবাইয়ের মুখে মুখে একটাই কথা প্রচলিত কাশীর কোতোয়াল বা রক্ষা কর্তা হচ্ছেন এই কাল ভৈরব। কাল ভৈরব এমন এক অদৃশ্য শক্তি যার দ্বারা পুলিশ চালিত হয় এবং সমগ্র কাশীবাসীও। আরো অবাক হবার বিষয় ব্রিটিশকাল থেকেই কোতোয়ালি থানার যে আইসিই হোক আসল কিন্তু অদৃশ্য শক্তি বা অফিসার হচ্ছেন এই কাল ভৈরব। তাই প্রাচীনকাল থেকে কোতোয়ালি থানার যিনি আইসি হবেন তার চেয়ারের পাশে সযত্নে শোভা পায় এই কাল ভৈরবের প্রতিকৃতি। দু একবার এই রীতি পাল্টাবার চেষ্টা করেছিলেন ২-১জন অফিসার কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের কপালে এমন দুর্গতি ঘটেছে যে পুনরায় কালভৈরবের প্রতিকৃতিকে যথাস্থানে রাখতে হয়েছে। এমনকি উত্তরপ্রদেশের নতুন জেলাশাসক বা পুলিশ সুপার যেই হোক না কেন তাকে প্রথমে এই কোতোয়ালি থানায় এসে অদৃশ্য শক্তি কাল ভৈরবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। এ এক প্রাচীন পরম্পরা যা আজও চলে আসছে স্বমহিমায়। কাল ভৈরব মন্দিরের কয়েকজন পুরোহিত এবং বারাণসী ধামের বেশ কিছু মানুষদের সঙ্গে কথা বলে যে পৌরাণিক তথ্য পাওয়া গেল তা অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং চিত্তাহর্ষক। পুরাণ মতে একবার ব্রহ্মার সঙ্গে বিষ্ণুর প্রচণ্ড বাক বিতণ্ডা শুরু হয়। বিষ্ণু বলেন তিনিই হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা তিনি সকলের বড় তারও ৫টা মুখ আছে এবং মহাদেবের ৫টা মুখ আছে। বিষ্ণু ব্রহ্মার একথা মানতে রাজি হন না। এই সমস্ত কিছু দেখে দেবাদিদেব মহাদেব প্রকট হন। তখন তিনি বলেন, তোমরা কেউই বড় নও তোমরা সংযমী হও, নত হও। তাতেও ব্রহ্মা যখন থামছিলেন না তখন দেবাদিদেব মহাদেব তার জটা থেকে একটি চুল ছিঁড়ে মাটিতে ফেলেন। এই চুল থেকেই সৃষ্টি হয় কাল ভৈরব। এরপরেও ব্রহ্মা মহাদেবকে যখন কটুককথা বলতে থাকেন তখন কাল ভৈরব তার কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে ব্রহ্মার একটি মস্তকচ্যুত করেন। এরপর দুয়ের পাতায়

অর্থনীতি

দালাল স্ট্রিটে আশার আলো?

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

ভারতবর্ষের অর্থনীতির জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সপ্তাহ শুরু হয়েছে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করবেন। তবে বাজেট পেশের ঠিক আগেই ভারতীয় শেয়ার বাজারে অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিনিয়োগকারীদের চোখ এখন বাজেটের সম্ভাব্য ঘোষণা এবং নিফটির টেকনিক্যাল চার্টের ওপর। এবারের বাজেট বেশ কিছু কারণে ঐতিহাসিক হতে চলেছে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ (রবিবার) সকাল ১১টায় বাজেট পেশ করা হবে। সাধারণত ছুটির দিন বাজার বন্ধ থাকলেও, বাজেটের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিএসই এবং এনএসই ওইদিন বিশেষ ট্রেডিং সেশন চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যান্য দিনের মতো একই সময়ে ট্রেডিং চলবে।

জানুয়ারি মাসে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের (এফপিআই) ব্যাপক শেয়ার বিক্রির চাপে সেনসেক্স ও নিফটি প্রায় ৪ শতাংশেরও বেশি নিচে নেমেছে। নিফটি ৫০ তার গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট লেভেল ২৫,০০০-এর কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। টেকনিক্যাল চার্টে দেখা যাচ্ছে, নিফটি তার মুভিং অ্যাভারেজের নিচে নেমে গিয়েছে, যা বাজারের কিছুটা মন্দা ভাবের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আগামী সপ্তাহের জন্য নিফটির বড় সাপোর্ট লেভেল হল ২৪,৮০০ এবং রেজিস্ট্যান্স হল ২৫,৬৫০।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ৫৭২ অফিস অ্যাটেন্ড্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফিস অ্যাটেন্ড্যান্ট পদে ৫৭২ জন লোক নিচ্ছে। মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১-১-২০২৬'র হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম-তারিখ হতে হবে ২-১-২০০১ থেকে ১-১-২০০৮'এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ও.বি.সি. হলে ১৩) আর বিধবা-বিবাহবিচ্ছিন্নারা পুনর্বিবাহ না করে থাকলে ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন সেই রাজ্যের স্থানীয় ভাষায় লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা দরকার। মূল মাইনে: ২৪,২৫০-৫৩,৫৫০ টাকা। কোন অফিসে কটি শূন্যপদ: কলকাতায় ৯০টি (জেনাঃ ৩৬, তঃজাঃ ২৩, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২১, ই.ডব্লু.এস. ৯)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৩, প্রাঃসঃকঃ ২২।

আহমেদাবাদে ২৯টি (জেনাঃ ১৮, ও.বি.সি. ১, তঃউঃজাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ২)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ২, প্রাঃসঃকঃ ৬।

বেঙ্গালুরু ১৬টি (জেনাঃ ৭, তঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ৫, ই.ডব্লু.এস. ১)। ভোপাল ৪টি (জেনাঃ ১. তঃউঃজাঃ ৩)।

ভুবনেশ্বর ৩৬টি (জেনাঃ ১৫, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৮, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ৩)।

চন্ডীগড় ২টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ১)।

চেন্নাই ১টি (জেনাঃ ১. ও.বি.সি. ৮)।

গুয়াহাটি ৫২টি (জেনাঃ ২১, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১৫. ও.বি.সি. ১. ই.ডব্লু.এস. ৫)।

হায়দরাবাদ ৩৬টি (জেনাঃ ২৭, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ৩)।

জয়পুর ৪২টি (জেনাঃ ২০, তঃজাঃ ৮. তাঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ৫. ই.ডব্লু.এস. ৪)।

কানপুর ১২৫টি (জেনাঃ ৬১, তঃজাঃ ৩৩, ও.বি.সি. ১৯, ই.ডব্লু.এস. ১২)।

মুম্বাই ৩৩টি (জেনাঃ ১৯, তঃউঃজাঃ ১১, ই.ব্র.এস. ৩)।

নিউদিল্লি ৬১টি (জেনাঃ ৪০, তঃজ্জাঃ ৪, ও.বি.সি. ১১, ই.ডব্র.এস. ৬)।

পাটনা ৩৭টি (জেনাঃ ২৪, তঃজাঃ ৬, তঃউঃফাঃ ৪. ই.ব্রু.এস. ৩)।

প্রার্থী বাছাইয়ের অনলাইন টেস্ট হবে ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ। এইসব কেন্দ্রে : আসানসোল, হুগলি, কল্যাণী, গ্রেটার কলকাতা, বেরহামপুর, শিলিগুড়ি, আগরতলা, গ্যাংটক, দিসপুর, ডিব্রুগড়, গুয়াহাটি, জোরহাট, কামরুপ, শিলচর, পাটনা, রাঁচী, জামশেদপুর, বোকারো, ধানবাদ, হাজারিবাগ, শিলং, ইম্ফল।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে অনলাইন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় ১২০ নম্বরের ১২০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এই ৪টি বিষয়: (১) জেনারেল ইংলিশ-৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, (২) নিউমেরিক্যাল এবিলিটি ৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, (৩) রিজনিং এবিলিটি-৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, (৪) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৯০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নর ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। ফল বেরোবে এপ্রিল-মে মাসে। অনলাইন টেস্টে সফল হলে ল্যাঙ্গোয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট হবে। এরপর হবে ডাক্তারি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন। চূড়ান্ত মেধা তালিকা তৈরির সময় অনলাইন টেস্ট, ল্যাঙ্গোয়েজ টেস্টের নম্বর দেখা হবে। তপশিলী, ও.বি.সি. ও প্রতিবন্ধীদের প্রি-এক্সামিনেশন ট্রেনিং হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে। www.rbi.org.in এজন্য প্রথমে একটি বৈধ ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নিয়ে যাবেন। ফটো রঙিন হতে হবে ও ফটো ২০০×২৩০ পিক্সেল হতে হবে (ফটোর মাপ হতে হবে ২০ থেকে ৫০ কে.বি.র মধ্যে)। সিগনেচার ১৪০×৬০ পিক্সেল হতে হবে (সিগনেচারের মাপ হতে হবে ১০ থেকে ২০ কে.বি.র মধ্যে)। ফটো ও সিগনেচার ২০০ ডি.পি.আই. তে স্ক্যান করবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আর ফটো ও সিগনেচার আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড-সহ সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। এছাড়াও ই-মেলে বা, এস.এম.এস.এ রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠানো হবে। যেসব তথ্য দিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন, সেগুলি ৩ বার এডিট করার সুযোগ পাবেন। সব শেষে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর ফী বাবদ ৪৫০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মী হলে ৫০) টাকা দিতে হবে। অনলাইনে টাকা জমা দিতে পারবেন মাস্টার / ভিসা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ে ৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে।

টাকা জমা দেওয়ার অন্তত ২ দিন পর আপনার মোবাইল বা, ই-মেলে কনফার্মেশন এস.এম.এস. বা ই-মেল পাবেন। এজন্য সঠিক মোবাইল নম্বর বা, ই-মেল আই.ডি. দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্ট ও অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পাবেন, যা প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

৩১ জানুয়ারি – ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

মেষ রাশি : এই সপ্তাহে আপনার একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। এটি কাউকে প্রকাশ করবেন না। গ্রহের অবস্থান অনুকূল, তাই আপনার দৈনন্দিন রুটিনকে উপভোগ্য করে তুলতে এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন। ভাই বা নিকটাত্মীয়দের সাথে একটি ভ্রমণ বা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হতে পারে।

বৃষ রাশি : এই সপ্তাহটি পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের আনন্দে কাটবে। উপকারী সংযোগও তৈরি হবে। কিছু বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হতে পারে এবং এই পরিকল্পনাগুলি চমৎকার প্রমাণিত হবে। অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং ক্লান্তি বিরক্তির কারণ হতে পারে। এর ফলে অপ্রয়োজনীয় রাগ হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের সম্ভাবনা থাকতে পারে।

মিথুন রাশি : এই সপ্তাহটি খুবই আনন্দদায়ক হবে। সুসংবাদ আনন্দ বয়ে আনবে। আপনি উল্লেখযোগ্য আর্থিক সাফল্যও অর্জন করবেন। সময় মতো আপনার কাজকর্ম সম্পন্ন করলে শান্তি আসবে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদ এবং স্নেহ আপনার ভাগ্যকে শক্তিশালী করছে।

কর্কট রাশি : এই সপ্তাহে বাড়িতে অতিথিদের আগমন ঘটবে। এর ফলে আপনার দৈনন্দিন সময়সূচীতে পরিবর্তন আসবে, যার ফলে আপনি আপনার ইচ্ছা এবং আগ্রহ অনুসারে সময় কাটাতে পারবেন। গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ এবং সম্পর্কের বৃত্ত প্রসারিত হবে। নেতিবাচক – জনসাধারণের সমালোচনা বা নিন্দা এড়িয়ে চলুন; এটি আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারে।

সিংহ রাশি : গ্রহের অবস্থান চমৎকার। আপনার অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান ব্যবহার করে আপনি একটি বিশেষ কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। আপনার একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। আপনি বাড়ির আরাম এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করে খুশি বোধ করবেন। ভাড়াটে বিষয় নিয়ে তর্ক হতে পারে। কেনাকাটা করার সময় আপনার বাজেট অবহেলা করবেন না।

কন্যা রাশি : আপনার সংযোগের মাধ্যমে আপনি কিছু সাফল্য অর্জন করবেন এবং অগ্রগতির পথ খুলে যাবে। আপনার ব্যক্তিত্বের কিছু ইতিবাচক দিক প্রকাশ করলে আপনার সামাজিক অবস্থান এবং প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। কেনাকাটা করার সময় ব্যয় করা এবং আপনার সন্তান এবং পরিবারের সাথে মজা করা সকলের জন্য আনন্দ বয়ে আনবে। করুন। লেনদেন-সম্পর্কিত কোনও কাজে ভুলের ফলে ক্ষতি হতে পারে।

তুলা রাশি : এই সপ্তাহে আপনি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সময়মতো সম্পন্ন করবেন। আপনি কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত থাকতে পারেন। আপনার ভাবমূর্তি উন্নত হবে। আপনার সদয় স্বভাব এবং নরম ভাষা দিয়ে আপনি সকলকে মুগ্ধ করবেন। নেতিবাচক – ব্যয় বৃদ্ধির জন্য বাজেট হ্রাসের প্রয়োজন হতে পারে। আপনার ইচ্ছাগুলি দ্রুত পূরণ করার জন্য অন্যায় উপায় অবলম্বন করবেন না।

বৃশ্চিক রাশি : এই সপ্তাহে, আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং সুখ আপনার দৈনন্দিন রুটিনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে, যা আপনাকে ক্ষতি এড়াতে সাহায্য করবে। আপনি আপনার ঘর রক্ষণাবেক্ষণ এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে ব্যস্ত থাকবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনার প্রতি গুরুত্বারোপ করবে। আপনার বাজেট সীমিত রাখুন।

ধনু রাশি : এই সপ্তাহে, আপনি পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে ভালো সময় কাটাবেন। বন্ধুদের সাথে দেখা উপকারী হবে। আপনার ব্যক্তিত্বে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য আপনার প্রচেষ্টা পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে প্রশংসা পাবে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন বা অজানা ব্যক্তির সাথে কাজ করার আগে।

মকর রাশি : আপনার ক্ষমতা এবং সামর্থ্যের উপর আস্থা রাখুন। আপনার কাজ অবশ্যই ভালোভাবে সম্পন্ন হবে। আপনার সন্তানের ক্যারিয়ার এবং শিক্ষা সম্পর্কে উদ্বেগ দূর করলে স্বস্তি আসবে এবং আপনি ব্যক্তিগত কাজে মনোনিবেশ করতে পারবেন। সপ্তাহের প্রথমার্ধে আপনার বেশিরভাগ কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করুন।

কুম্ভ রাশি : এই সপ্তাহে, আপনার আবেগের চেয়ে আপনার মনের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নিন। এটি আপনাকে আপনার কাজগুলি কার্যকরভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। আপনার সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা হবে এবং বিনিয়োগ সম্পর্কিত কাজও সম্পন্ন হবে। সাহস এবং দৃঢ়তার সাথে, আপনি এমনকি অসম্ভব কাজগুলিকেও সম্ভব করতে পারবেন।

মীন রাশি : আপনার সপ্তাহটি আনন্দময় কাটবে। আপনার ব্যস্ততা থেকে মুক্তি পেতে, আকর্ষণীয় কার্যকলাপে সময় ব্যয় করুন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে দেখা করার সুযোগ আপনার থাকবে এবং আপনার যোগাযোগের বৃত্ত প্রসারিত হবে। এই সময়ে বিনিয়োগ-সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে মনোযোগ দিন।

মতুয়ারা এখনও দ্বিধায়

প্রথম পাতার পর

এদিকে নাগরিকত্ব পেলেও তো এসআইআরের প্রয়োজনীয় নথির ক্ষেত্রে তা অন্তর্ভুক্ত নয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হলেও তার তো কোনও লিখিত ফরমান নেই। ফলে বিষয়টা এখনও 'কমপ্লিকেটেড' অর্থাৎ 'জটিল'। ফলে এযাবৎকাল মতুয়ারা যে সঙ্ঘবদ্ধতায় ছিলেন, সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। তারা অদূর ভবিষ্যতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবেন। কারণ তারা সমস্যার কোনও সুরাহা না পেলে শিকড় ধরে থাকবেন কিভাবে? কারণ এখনও পর্যন্ত মতুয়ারা সমাধানের সঠিক পথ পাননি। এমনটা হলে আগামী নির্বাচনে মতুয়াদের ভোট পড়বে বিচ্ছিন্নভাবে। কারণ সিএএ আশার আলো দেখালেও সমাধানের পথ প্রশস্ত করেনি।'

এ প্রসঙ্গে গাইঘাটার বিজেপি বিধায়ক তথা মতুয়া মহাসঙ্ঘের অন্যতম কর্ণধার সুব্রত ঠাকুর বলেন, 'নাগরিকত্ব নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। এসআইআর নিয়েও কোনও সমস্যা নেই। সমস্ত হিন্দু, সমস্ত মতুয়াদের এস.আই.আর-এ নাম থাকবে। আর নাগরিকত্ব সবাই পাবে। তা নিয়ে কোনও অসুবিধা নেই। যা রটনা চলছে, তৃণমূল কংগ্রেস ইচ্ছাকৃতভাবে প্রোপাগাণ্ডা তৈরী করার চেষ্টা করছে। ক্যাওস তৈরি করার চেষ্টা করছে। এটাই মূল ব্যাপার, আর কিছু না।'

এ প্রসঙ্গে মতুয়া মহাসঙ্ঘের আর এক কর্ণধার তথা রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের কন্যা এবং বাগদার তৃণমূল বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুর তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এস.আই.আর.-এ যেটা হচ্ছে, এটাতো কোনও ধর্মভিত্তিক বিষয় নয় যে মতুয়াদের নাম চড়ানো হবে, বা মুসলিমদের ভোট কাটা হবে। এসআইআর সবার জন্য। যারা জনপ্রতিনিধি তাদের জন্য এসআইআরটা লাগু হচ্ছে। সেই হিসেবে বলতে পারি সব মতুয়াই অর্থাৎ আমরা সবাইতো ওপার বাংলা থেকে এসেছি। এখানে অনেক মানুষ আছেন যাদের ডকুমেন্ট নেই। কারণ এখন থেকে ৩০-৪০ বছর আগে অনেকেরইতো বার্থ সার্টিফিকেট ছিল না। অনেকেই বাড়িতে জন্ম নিত। ফলে জন্মের শংসাপত্র আনা সম্ভব ছিল না। এস.সি. শংসাপত্র তো সবে হয়েছে। ৩০ বছর আগে তো তাও ছিল না। কারণ এখনকার মত মানুষ অত সচেতন ছিল না তখন। যেহেতু আমি মতুয়া ঘরের মেয়ে, তাই আমি বলব, মতুয়াদেরতো এত নথি নেই, কোথা থেকে দেখাবে। ফলে এসআইআর করার অর্থ কি?

কাল ভৈরব দর্শণ ছাড়া তীর্থ অসম্পূর্ণ

প্রথম পাতার পর

কিন্তু ব্রহ্মার সেই মস্তক কালভৈরবের কনিষ্ঠ আঙুলে আটকে থাকে কিছুতেই মাটিতে পড়তে চায় না। কাল ভৈরব তখন দেবাদীদেব মহাদেকে বলেন এখন কি হবে। দেবাদীদেব কালভৈরব কে বলেন তুমি ব্রম্ভ হত্যা করেছ। প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তীর্থ ভ্রমণ করো। কাল ভৈরব বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন কিন্তু তাতেও তার কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে ব্রহ্মার মস্তক খসে যাচ্ছিল না। শেষে কাল ভৈরব বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করেন একটা উপায় বার করবার জন্য। বিষ্ণু কাল ভৈরবকে বলেন, তুমি কাশীধামে যাও ওখানেই তোমার মুক্তি মিলবে। কাল ভৈরব কাশীধামে আসার পরই তার কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে ব্রহ্মার মস্তক খসে যায় এবং তিনি গঙ্গার জলে হাত ধুয়ে রক্ত মুছে ফেলেন। তখন থেকেই কাল ভৈরব সিদ্ধান্ত নেয় যে তিনি কাশীর অধিবাসী হবেন। দেবাদিদেব মহাদেব তখন কালভৈরবকে আশীর্বাদ করে বলেন, যেখানে যেখানে জ্যোতির্লিঙ্গ থাকবে এবং শক্তি পিঠ থাকবে সেখানে কাল ভৈরব পূজা পাবে। সেই থেকেই কাশীধামে রয়ে গিয়েছেন কাল ভৈরব। কাল ভৈরবের মাহাত্ম্য আজও সমান জনপ্রিয় এবং অত্যন্ত জাগ্রত বলে মান্যতা পায়। পুরাণ মতে কালভৈরবের দর্শনের পরে মানুষের মৃত্যু ভয়ও চলে যায়। সেই প্রাচীনকালের বিশ্বাসকে অবলম্বন করে আজও হাজার হাজার পুণ্যার্থী কাশির বিশ্বনাথ মন্দির দর্শনের আগে কাল ভৈরবের মন্দিরে ভিড় জমান।

বাঁকুড়ার একটি বেসরকারি লজে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি পেনশনার্স সমিতির ২২ তম রাজ্য সম্মেলন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ১২ই জুলাই কমিটির দেবজিৎ চক্রবর্তী এবং সুবিকাশ চৌধুরি। ৬০ জন মহিলা সহ ৪৪২ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। – নিজস্ব চিত্র

দিয়ে গেল নাজিরাবাদ

প্রথম পাতার পর

এখনও দাবী ওঠেনি প্রত্যেকটি অবৈধ নির্মাণ খুঁজে দেখার। ফায়ার অডিট না হওয়া সরকারি-বেসরকারি ভবনের তালিকা প্রকাশের দাবী তোলেনি কেউ। পুলিশ এখনও সক্রিয় হয়নি জলাভূমি বোজানো নিয়ে ওয়েটল্যান্ড অথরিটির ৩৫৮ টি অভিযোগের নিস্পত্তি করতে। সামনে ভোট, তাই বাংলার শ্রমিক এখন পণ্য। তাকে কেনার দর দস্তুর চলছে ক্ষতিপূরণের টাকায়। শাসক দলের ১০ লক্ষের পাল্টা বিরোধী দলের ৫০ লক্ষের দাবী নিয়ে চলবে টানাটানি। এরপর সেই অপেক্ষা, কবে বিস্মৃতির আড়ালে তলিয়ে যাবে নাজিরাবাদ।

বাংলায় তুরুপের তাস এসআইআর

প্রথম পাতার পর

কিন্তু এবারের এসআইআরকে কিভাবে পশ্চিমবঙ্গে দাবানলে পরিণত করা হল তা সংসদীয় রাজনীতির এক নতুন পাঠ। এই আগুনের ইঙ্গিত মিলেছিল বিহারে এসআইআর চালু হতেই। সেই আগুন লাগাবার চেষ্টা করেছিল মূলত কংগ্রেস, যাকে সফলতার জল ঢেলে নিভিয়ে দেয় নির্বাচন কমিশন। কিন্তু তার কয়েকটা ফুলকি এসে পড়ে বাংলায় ১১ রাজ্যে এসআইআর-এর বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই। প্রধান বিরোধী দল বিজেপি ভুয়ো ভোটারের এক কাল্পনিক সংখ্যা ছড়িয়ে দিতেই ভয় ধরল শাসক দল তৃণমূলের সারা শরীরে। সেই প্রবল ট্রমা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি তারা।

ছোট ও মাঝারি নেতা নেত্রীদের হুমকি ও আস্ফালন থেকে শীর্ষ নেতা নেত্রীদের এসআইআর বিরোধী মিটিং, মিছিল, সরকারি প্রক্রিয়া না করতে দেওয়ার অঙ্গীকার স্পষ্ট করে দিয়েছে তাদের উদ্বেগ, যার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটবে দিল্লিতে আগামী ২ ফেব্রুয়ারি খোদ মুখ্যমন্ত্রী-কমিশন মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে।

এই শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক দ্বন্দের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ভূমিকা নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্র-রাজ্য দুই প্রশাসনের। একদিকে কমিশন সব দেখেশুনেও কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে চুপ করে থাকছে আর অন্যদিকে বার বার পদ্ধতি বদল করে বিভ্রান্তি বাড়িয়ে তুলছে। আবার অসুস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তিদের বাড়িতে গিয়ে শুনানী করার বিধি চালু হলেও নির্বাচনের কাজে যুক্ত রাজ্যের সরকারি কর্মীরা শুনানীর নামে এদের ডেকে এসআইআরকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করে তুলছে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে চরম অসহযোগিতা করে চলেছে সরকার, নির্বিকার থেকে একটি সরকারি কাজকে হিংসাত্মক করে তুলছে পুলিশ। আর দিনের পর দিন চলা এমন নৈরাজ্য দেখেও না দেখার ভান করছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাদের উদ্দেশ্য যে রাজ্যে অসহনীয় অবস্থা তৈরী করে এসআইআর থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলা, সেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।

একমাত্র ধৈর্য ধরে পরিণত মস্তিষ্কের পরিচয় দিচ্ছে বাংলার আপামর সাধারণ মানুষ। দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করে আছে একটি স্বচ্ছ নির্মল ভোটার তালিকার জন্য। তবে সেই অপেক্ষা আদৌ মিটবে কিনা সম্ভবত সেটা দেখাবে আগামী ফেব্রুয়ারি।

মাধ্যমিক দেবে

প্রথম পাতার পর

২০ জন ছাত্রছাত্রী প্রতি একজন ইনফিলেটর দরকার।

পর্ষদ আরও জানিয়েছে, প্রতিদিন সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে পরীক্ষা শুরু হবে। প্রথম ১৫ মিনিট অর্থাৎ ১০টা ৪৫ মিনিট থেকে ১১ টা পর্যন্ত প্রশ্নপত্র পড়া ও খাতায় মার্জিন টানাটানি করতে পারবে। ১১টা উত্তর লেখার কাজ শুরু করতে হবে। মোট ৩ ঘন্টা অর্থাৎ দুপুর ২ টো পর্যন্ত উত্তর লিখতে পারবে।

কোথায় কি

পয়লা ফেব্রুয়ারী এলআমনি অ্যাসোসিয়েশন ও এ.পি.সি. রায় পলিটেকনিক যাদবপুর এর ২২ তম পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সকল প্রাক্তনীদের সপরিবারে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উক্ত দিন সকাল ১০ টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৬ টায় সমাপ্তি হবে। অনুষ্ঠানে প্রাক্তনীদের ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের সম্মানিত করা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে, ও দুস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের সাধ্য মত সাহায্য করা হবে।

ভাইজান কি জোট বাঁধতে চলেছেন?

প্রথম পাতার পর

তার সঙ্গে জেইউপি নেতা হুমায়ুন কবিরেরও ঘনিষ্ঠতা আছে বলে সূত্রের খবর। তবে বাম দলের মধ্যে হুমায়ুন কবিরকে নিয়ে কিছু সমস্যা বা প্রশ্ন আছে। হুমায়ুন কবীর মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন দল বদল করেছেন বিষয়টিকে অনেকেই ভালোভাবে দেখেন না। তাছাড়া গত লোকসভা নির্বাচনের আগে হুমায়ুন কবীর ওই যে বলেছিলেন, 'তারা ৭০ হিন্দুরা ৩০ ভাগীরথীর জলে কেটে ভাসিয়ে দেওয়া হবে।' এই হুমায়ুন কবিরের বক্তব্যকে বাম এবং আইএসএফ দল সমর্থন করে না। তাই ৪ ভাইজান ঐক্যবদ্ধ হবার ক্ষেত্রে হুমায়ুন কবিরের ওই বক্তব্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে বলেই খবর। তবে অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, এই বিষয়টি নিয়েও ৪ ভাইজানের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। আগামী ৩১ জানুয়ারি হুমায়ুন কবীর নাকি রেজিনগরে একটি জনসভা করে সেখানে তার ওই বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইবেন। যদিও এর আগে হুমায়ুন কবীর ওই বক্তব্য প্রসঙ্গে একটি সংবাদমাধ্যমে বলেছিলেন যে এটা তার মনের কথা নয়, শাসক তৃণমূলই বাইরে থেকে প্রার্থী হওয়া একজনকে জেতাবার জন্য তাকে দিয়ে এই কথা বলিয়েছিলেন। ওই সভায় তিনি কী বলেন এখন সেটাই দেখার বিষয়। তবে শেষমেশ যদি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ৪ ভাইজান জোটবদ্ধ হয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে ভোটযুদ্ধে নামে তাহলে বাংলার রাজনীতিতে নতুন এক সমীকরণ তৈরি হতে চলেছে। আগামীদিনে কি হয় তার অপেক্ষায় থাকতে হবে আমাদের।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

আমমোক্তার

সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল অচিন্তকুমার মুখার্জী, পিতা অখিল রঞ্জন মুখার্জী ২. আখিল রঞ্জন মুখার্জী পিতা সন্তোষ কুমার মুখার্জী ৩. শিপ্রা মুখার্জী স্বামী-অখিল রঞ্জন মুখার্জী সাং: আখিরা, পোস্ট ও থানা রামপুরহাট, জেলা বীরভূম। তিনারা রামপুরহাট থানার অন্তর্গত আখিরা মৌজা আখিরা খতিয়ান ৪৯৮ রামরামপুর খতিয়ান ৮০৪ দাগ নং ৩৫১, ৫১১,৫০,৮৮,৫২৯,৬৯৬,৮৩৫,৮৮৫,৮০৮,৪৪০/১১১৭,৩৫১/১১১৮,৭৫১,৮০৩,৮০৬,৮০৭,৮০৯,৮১৮,৪২৭,৪২৮, এবং ৮১৭ দাগের এবং রামরামপুর মৌজায় দাগ নং ৩২৭,৩৭৮,এই দুই মৌজায় উপরোক্ত দাগগুলি আম মোক্তার নামা নং IV D-92 রেজি: বছর 26/05/2017 ও IV D-0110 উভয় আমক্তার নামার DSR অফিস সিউড়ি DSR উপরোক্ত আমক্তারনামায় উপরোক্ত বাক্তিদের লিখিত করেন ১. শ্রীমতী সুপ্রিয়া মুখার্জী স্বামী স্বর্গীয় সুসীল রঞ্জন মুখার্জী ২. শ্রীমতী সুজাতা মুখার্জী স্বামী শ্রী বিশ্বজিৎ মুখার্জী উভয় এর সাকিন সিউড়ি ডাঙ্গাল পাড়া লোকনাথ মন্দির সংলগ্ন পোস্ট + থানা-সিউড়ি জেলা বীরভূম এবং মূল দলীল নং ৮৮৪৫,৮৮৪৬,৮৮৪৮,৮৮৪৭ রেজি: বছর ১১/০৮/২০১৮ ADSR RAMPURHAT মূলে প্রাপ্ত হয়ে রেকর্ড করিতে চাইছেন বি এল অ্যান্ড এলআরও, রামপুরহাট ১ এ রেকর্ড করিতে চাইছেন। কোন DISPUTE থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে বি এল অ্যান্ড এলআরও, রামপুরহাট ১ এ যোগাযোগ করিবেন নতুবা পরবর্তীতে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হবেনা।

৮৩৭৩৮৪০৯৭৪ এই নম্বরে যোগাযোগ করিতে পারেন।

MD KHABIRUL ISLAM
ADVOCATE
RAMPURHAT COURT BIRBHUM

নাম পরিবর্তন

আলিপুর কোর্টের ২০.১২.২০২৫ তারিখের এফিডেফিট বলে আমি ঘোষণা করিতেছি যে বিশু চৌধুরী, বিশ্বনাথ চৌধুরী একই ব্যক্তি। এখন থেকে আমি বিশ্বনাথ চৌধুরী নামে পরিচিত হইলাম।

বিশ্বনাথ চৌধুরী
সোনামুখী, আশুতি, দ: ২৪ পরগনা
কলকাতা – ৭০০১৪১

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

শব্দবার্তা ৩৭৬

■	■	১		২		■	৩
■	৪		■		■	■	
■		■	৫			৬	
৭			■		■		■
■		■	৮	■	৯		
১০					■		■
	■	■		■	১১		■
	■	১২				■	■

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. কৃপণ ৪. গৃহ, বাড়ি ৫. শরৎকালের চাঁদ ৭. লোভজনক ৯. মিথ্যা দোষারোপ, কেচ্ছা ১০. আন্দাজে ১১. প্রান্ত, কিনারা ১২. সর্বদা।

উপর–নীচ

১. চাকার পাখি ২. রামচন্দ্র ৩. সেরা হাতি ৪. ঘন হওয়া ৬. বিস্ময় ৮. সংসার সমুদ্রের শেষ ১০. আহ্লাদ, হর্ষ ১১. তীর্থ।

সমাধান : ৩৭৫

পাশাপাশি : ১. সংগঠন ৪. জম্পেশ ৬. রদ ৮. লেপচা ৯. যৌগিক ১১. ক্ষমা ১৩. কামার ১৫. খরদশন।
উপর–নীচ : ১.সমর ২. গদা ৩. নজর ৫. শয়নকক্ষ ৭. দলেহালকা ১০. পরম ১২ মাখন ১৪. বেদ।

৮ দফা দাবিতে আশা কর্মীদের অবস্থান বিক্ষোভ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : দীর্ঘদিন ধরে সেই দাবি পূরণ না হওয়ায় আন্দোলনে সামিল হয়েছেন আশাকর্মীরা। বিগত দিনে স্বাস্থ্য ভবন থেকে সমগ্র রাজ্যে জুড়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ন্যায্য দাবি পূরণের জন্য। পাশাপাশি চলছে কর্মবিরতিও। বুধবার দুপুরে আবারও ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সামনে পথ অবরোধ করে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন ক্যানিং মহকুমা এলাকার কয়েক হাজার আশাকর্মী। দাবী না মিটলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য লাগাতর আন্দোলন চলবে বলে হুঁসিয়ারী দিয়েছেন আশাকর্মীরা। আশা কর্মীরা জানিয়েছেন, বারবার দাবি জানানোর সত্বেও প্রশাসনের তরফে এখনও ক্যানিং–বারুইপুর রোডে যানজটের সৃষ্টি হয়। বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। দীর্ঘ প্রায় আধঘণ্টা চলে এই অবস্থান বিক্ষোভ।

অবস্থান বিক্ষোভ আন্দোলন প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সম্পাদিকা অমিতা সরকার জানিয়েছেন, 'আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনে নেমেছি। আমাদেরকে ২১ জানুয়ারী স্বাস্থ্যভবনে ডাকা হয়েছিল। আমরা যাচ্ছিলাম। স্বাস্থ্যভবনে যাওয়ার আগেই বিভিন্ন স্টেশনে পুলিশ দিয়ে আমাদের আটকে দেওয়া হয়েছে। হুমকি দেওয়া হচ্ছে, এমনকি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাজ্য সরকার খেলা

পর্যন্ত সন্তোষ জনক সাড়া মেলেনি। ফলে বাধ্য হয়েই তাঁরা রাস্তায় নেমে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন।

আন্দোলনকারীদের দাবি, তাঁদের কাজের স্বীকৃতি, উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও পরিষেবা সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলনের পথ থেকে সরে দাঁড়াবেন না।এদিন রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ অবস্থান হওয়ায় মেলা সহ সমস্ত কাজ আমাদের দিয়ে করিয়ে নেয়। বিনিময়ে আমরা কিছুই পাইনা। এলাকায় এলাকায় মদের লাইসেন্স দিয়ে ছাত্র যুবদের বিপথে চালিত করছে, স্কুলে শিক্ষা নেই। এছাড়াও এই রাজ্য সরকারের চাল চুরি, কয়লা চুরি সহ চারিদিকে দুর্নীতি চলছে। আমরা আমাদের নায্যদাবী আদায়ের পথে নেমেছি এবং সাধারণ মানুষ আমাদের পাশে রয়েছেন।'

বাঘের হাত থেকে রক্ষা

রবীন দাস, পাথরপ্রতিমা : সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে গুরুতর জখম হলেন এক মৎস্যজীবী। আক্রান্তের নাম বনু ভক্তা(৩২), বাড়ি পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি–প্লট গ্রাম পঞ্চায়েতের সত্যদাসপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৪ দিন আগে প্রায় ১২ জনের একটি দল নৌকা নিয়ে জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে যান। বুধবার বিকেলে তাঁরা বিজিয়াড়ি জঙ্গলে কাজ করছিলেন। সেই সময় আচমকাই একটি বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে বনু ভক্তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হঠাৎ আক্রমণে তিনি মাটিতে পড়ে যান এবং বাঘটি তাঁকে থাবা ও দাঁত দিয়ে গুরুতরভাবে জখম করে। সঙ্গীরা পরিস্থিতি বুঝে তৎক্ষণাৎ এগিয়ে আসেন। কাঁকড়া ধরার শিক ও লাঠি নিয়ে তাঁরা বাঘটিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। কিছু সময় ধরে মানুষ ও বাঘের মধ্যে রীতিমতো লড়াই চলে জঙ্গলের ভিতরেই। শেষ পর্যন্ত সঙ্গীদের প্রতিরোধে বাঘটি বনুকে ছেড়ে জঙ্গলের ভিতরে চলে যায়।

রক্তাক্ত ও গুরুতর জখম অবস্থায় বনু ভক্তাকে তার সঙ্গীরাই দ্রুত নৌকায় তুলে নিয়ে আসেন। পরে তাকে পাথরপ্রতিমায় নিয়ে এসে মাধবনগর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর শরীরে একাধিক গভীর ক্ষত রয়েছে এবং চিকিৎসকেরা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সুন্দরবনের জঙ্গলে জীবিকার তাগিদে প্রায়ই মৎস্যজীবী ও কাঁকড়া শিকারিরা প্রবেশ করেন। বনদপ্তরের নিয়ম মেনে গেলেও বাঘের আক্রমণের ঝুঁকি থেকেই যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, জঙ্গলে প্রবেশকারী শ্রমজীবী মানুষদের জন্য আরও সুরক্ষা ব্যবস্থা ও দ্রুত উদ্ধার পরিষেবার প্রয়োজন।

রেলপথের লোকেশন সার্ভের অনুমোদন

অভীক মিত্র, সিউড়ি : বীরভূম জেলার প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগর এবার রেলপথের আওতায় আসতে চলেছে। এর ফলে প্রাচীন রাজধানী রাজনগর, সতীপীঠ বক্রেশ্বরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো সুগম হবে। ২৭ জানুয়ারি রেলবোর্ড সিউড়ি–নলা(ভায়া–চন্দ্রপুর, বক্রেশ্বর, রাজনগর, কুন্ডহিত) নতুন রেললাইনের ফাইনাল লোকেশন সার্ভে বা সমীক্ষার কাজ এবং ডিটেল প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরির কাজে সম্মতি দিয়েছে। ৭৩ কিলোমিটার রেলপথের ফাইনাল লোকেশন সার্ভে জন্য ২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে ভারতীয় রেলমন্ত্রক। বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুমোদনপত্র শেয়ার করেছেন। তবে জমি জট বাধা হবে না তো? প্রশ্ন জেলাবাসীর অন্দরে উঁকি মারছে। জমি জটের কারণেই আটকে রয়েছে সিউড়ি–প্রান্তিক রেলপথ।

জেলাশাসককে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি , সিউড়ি : অবৈধভাবে নদী থেকে বালি তোলার প্রতিবাদে ২৭ জানুয়ারি বীরভূম জেলাশাসককে স্মারকলিপি দিল বিজেপি। বীরভূম সাংগাঠনিক জেলার সভাপতি উদয়শঙ্কর ব্যানার্জী বলেন, নলহাটি থেকে শুরু করে রামপুরহাট, মহম্মদবাজার, সিউড়ি হয়ে দুবরাজপুর পর্যন্ত বিভিন্ন ঘাটে নৌকা সহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নামিয়ে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন করা হচ্ছে। জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করলাম। ৭ দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে আমরা জেলাশাসক দপ্তর ঘেরাও করবো। কয়েকদিন আগে রামপুরহাটে জনসভায় নদীগর্ভ থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন বিষয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেছিলেন, রাত ১১ টা থেকে ভোর ৩ টা অবৈধভাবে বালি চুরি চলছে। ট্রাক্টর পিছু ১০০০ টাকা করে। পুলিশ সহায়তা করছে।'

সোনার দোকানে ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি , বীরভূম : কীর্ণাহারে সোনার দোকানে ডাকাতি ও বোমাবাজির ঘটনায় ২৯ জানুয়ারি ২ জনকে আটক করেছে পুলিশ। জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ এই প্রসঙ্গে বলেন, 'দুষ্কৃতীদের চিহ্নিতকরণের কাজ অনেকটাই সম্পন্ন হয়েছে। আশা করছি, খুব শীঘ্রই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সকল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে।'

উল্লেখ্য, বুধবার ভর সন্ধ্যায় একটি ৪ চাকা গাড়িতে চেপে একদল দুষ্কৃতী কীর্ণাহার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি সোনার দোকানে হানা দেয়। আগ্নেয়াস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তারা দোকানে লুটপাট চালায়। লুটপাটের পর দোকানের ভিতরে একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং বাইরে একটি গাড়ি ফেলে রেখে বোমাবাজি করতে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। এদিকে, নানুরের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। আটক ২ জনকে শুক্রবার বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। শুনানির পর আদালত ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

মাইকের দাপটে দিশেহারা পরীক্ষার্থীরা

মলয় সুর, হুগলি : এবারে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হতে আর কয়েকটা দিন মাত্র। পরীক্ষার্থীদের বলা যায় শিরে সংক্রান্তি, অর্থাৎ চূড়ান্ত মুহূর্ত। অথচ এখনও পাড়ায় পাড়ায় বেজেই চলেছে লাউড স্পিকারে হিন্দি চটুল গান। পরীক্ষার্থীদের কথা ভেবে এতটুকুও দাপট কমেনি মাইকের। উল্টে প্রতিদিন উচ্চস্বরে মাইক বাজিয়ে, অনুষ্ঠান করে কে জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে পারেন, তারই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে যেন। গত ২ মাস ধরেই নানা অজুহাতে এলাকায় চলছে মাইকের দাপাদাপি। রাজনৈতিক সভা থেকে মিছিল, মিটিং, উৎসব কোনো কিছুই বাদ নেই। অন্যদিকে, মাইকের উৎপাত ও প্রবল সাউন্ড স্পিকারের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পড়াশোনার দফারফা। নতুন বছরের জানুয়ারিতে একের পর এক যেমন

বিবেক উৎসব, বিবেক মেলা, জিটি রোড জুড়ে হাজার হাজার মানুষের শোভাযাত্রা চলছে, কেউ ভাবেনি পরীক্ষার্থীদের কথা। এরই সঙ্গে রয়েছে রক্তদান, বইমেলা, সরস্বতী পুজো, সর্বত্রই মাইকের দাপাদাপি। এই পরিস্থিতিতে আসন্ন পরীক্ষার্থীরা যাবে কোথায়? এ বছর রাজ্যে বিধানসভা ভোট, এমনিতেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে, অসংখ্য মিটিং–মিছিল ও প্রচার চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ঠিক আগে। পরীক্ষার ঠিক আগে হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি দিন সে সব উপেক্ষা করে রাজনৈতিক নেতা থেকে বিধায়ক এদের অনেককে মাধ্যমিক পরীক্ষার শুরুর দিন পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে দেখা যায় গোলাপ ফুল, জলের বোতল হাতে নিয়ে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে। পরীক্ষায় শেষ প্রস্তুতি তাই নিরিবিলি একটু শান্ত পরিবেশ খুব প্রয়োজন এদের। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষাতে বসছে, কিন্তু ধৈর্য ধরবে কে? এই পরিস্থিতিতে সব কিছুই মানিয়ে নেওয়া ছাড়া এলাকাবাসীদের কাছে নেই কোন উপায়। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার বিঘ্ন ঘটায় স্বভাবতই বিরক্ত অভিভাবকরা। বর্তমানে শাসক দলের অঙ্গুলি হেলনে নির্বিকার পুলিশ প্রশাসনও ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে রয়েছে।

পানীয় জলের ট্যাপ ফেটে জল অপচয়

পার্থ কুশারী, গড়িয়া : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর ব্লকে সাউথ গড়িয়া গ্রামে অমিয় বালা স্কুলের পার্শ্বস্থ এলাকায় বহুদিন ধরে দিবা–রাত্র পিএইচই–র পানীয় জলের ট্যাপ ফেটে জল অনবরত পড়ছে। দিনের পর দিন লক্ষ লক্ষ গ্যালন জল নষ্ট হলেও প্রশাসনের টনক নড়ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এই পরিস্থিতিতে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ট্যাপ ভাঙ্গা থাকায় পানীয় জল অপচয় হচ্ছে, যার ফলে এলাকার বহু পরিবার প্রয়োজনীয় জল পাচ্ছে না। দ্রুত মেরামতি দাবি জানাচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা।

আতঙ্কে মৃত্যু

উত্তম কর্মকার, কুলপি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি বিধানসভার উত্তর ভগবানপুর এলাকার নাজমা বিবি(৫১) নামে এক মহিলা এসআইআর আতঙ্কে হৃদরোগ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নাজমা বিবির বাবার সাথে তার বয়সের ১৫ বছরের তফাত দেখিয়ে ২৯ জানুয়ারি হেয়ারিং–এর জন্য নোটিশ দেওয়া হয়। কিন্তু নিজের নথি জোগাড় করতে না পারায় চিন্তায় ২৮ জানুয়ারি বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়। ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সরব তৃণমূল কংগ্রেস। মূলত এদিন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব জানায় যেভাবে নির্বাচন কমিশন পরিকল্পিতভাবে সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করার জন্য এই এসআইআর করেছে তাতেই প্রাণ দিতে হচ্ছে গ্রাম বাংলা সাধারণ মানুষকে। ইতিমধ্যেই কুলপি বিধানসভায় এই এসআইআর আতঙ্কে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হল। নির্বাচন কমিশন বিজেপির অঙ্গুলী হেলনে কাজ করছে। তারা যেমন যেমন নির্দেশ দিচ্ছে ঠিক সেই ভাবেই কাজ করছে। তবে এর যোগ্য জবাব সাধারণ মানুষ ২৬ এর নির্বাচনে ভোটের বাক্স ঠিক বুঝিয়ে দেবে।

তৃণমূল–বিজেপি সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর : ফর্ম সেভেন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদ থানা এলাকার লালবাগ এসডিও অফিসের ভেতরে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায়। সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেখানে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। ভাঙচুর করা হয় বিজেপি নেতার গাড়ি। অভিযোগ, এদিন বিজেপির পক্ষ থেকে মহকুমা শাসকের দপ্তরে ফর্ম সেভেন জমা করতে আসেন দলের নেতা–কর্মীরা। ফর্ম জমা দেওয়ার সময় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা–কর্মীদের সঙ্গে তাদের প্রথমে বচসা এবং তারপর মারামারি শুরু হয়। বিজেপির অভিযোগ পুলিশ এবং তৃণমূল নেতা–কর্মী যৌথভাবে তাদের ফর্ম সেভেন জমা দিতে বাধা দেয়। সমস্ত ফর্ম কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের পাল্টা দাবি, বিজেপির স্থানীয় বিধায়কের নেতৃত্বে ফর্ম দেওয়ার নামে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। মানুষ তা রুখে দিয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানুতোর।

বিজেপির মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সৌমেন মণ্ডল বলেন, 'ফর্ম সেভেন নিয়ে আমরা সকাল ১০টা থেকে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বিভিন্ন রকমের টালবাহানার পরে দুপুর ১২টার পরে সেই ফর্ম জমা নেওয়া শুরু হয়। তারপর হঠাৎ দেখতে পাই, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী শাওনি সিংহ রায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত গুণ্ডাবাহিনী এডিও অফিসের ভেতরে ঢোকে। ওদের প্রত্যেকের হাতে ছিল লাঠি, বাঁশ। এই দুষ্কৃতীরা অফিসের ভেতরে ফর্ম জমা দিতে আসা আমাদের কার্যকর্তাদের কাছ থেকে সেই ফর্ম ছিঁড়ে পুড়িয়ে দেয়। কার্যকর্তাদের মারধর করে, গাড়িতে ভাঙচুর চালায়। পুলিশ সামনেই ছিল নীরব দর্শকের ভূমিকায়। তাদের বাধা দেওয়ার পরিবর্তে পুলিশ উল্টে আমাদের অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতে থাকে। মহকুমাশাসক বলছেন, 'আর ফর্ম জমা নিতে পারবো না। সমস্ত কর্মীদের নিয়ে উনি অফিস থেকে বেরিয়ে যান।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী শাওনি সিংহ রায়।

পলাতক যুবককে পিটিয়ে খুন

সুমন আদক, হাওড়া : এসআইআর এর শুনানিতে আসা পলাতক এক যুবককে তুলে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে উত্তপ্ত হাওড়ার শ্যামপুর। অভিযোগ, বেধড়ক মারধরের জেরে মৃত্যু হয় তাঁর। ২৭ জানুয়ারি দুপুরে ওই ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত ডিহিমণ্ডল ঘাট এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম শেখ আসগর (৪২) বলে পুলিশ জানিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাত্র বছর দেড়েক আগে আসগরের সঙ্গে প্রতিবেশীদের ঝামেলা নিয়ে আসগরের বিরুদ্ধে শ্যামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। অভিযোগ, এরপর থেকেই সে দীর্ঘদিন উলুবেড়িয়ার কুলগাছিয়া এলাকায় লুকিয়ে ছিল। দিন কয়েক আগে তার বাড়িতে এসআইআর শুনানির জন্য নোটিশ যায়। এর প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে শুনানির জন্য সে কাগজপত্র নিয়ে হাজিরা দিতে এসেছিল। অভিযোগ, সেই খবর কানে আসতেই প্রতিবেশীরা শুনানি কেন্দ্রের সামনের লাইন থেকে তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় ফেলে মারধর করেন। গাছে বেঁধে চেলাকাঠ দিয়ে মারধরের অভিযোগ ওঠে। এর জেরে আসগর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পুলিশ খবর পেয়ে আসগরকে উদ্ধার করে স্থানীয় ঝুমঝুম গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। পরে পরিবারের লোক হাসপাতাল থেকে খবর পান আসগারের মৃত্যু হয়েছে। এরপর পরিবারের তরফ থেকে প্রতিবেশী সাতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় শ্যামপুর থানায়। পুলিশ এখন পর্যন্ত এই খুনের ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেফতার করে।

খাঁটুরা হাইস্কুলের শ্রেণীকক্ষ উদ্বোধনে ব্রাত্য বসু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে গোবরডাঙা খাঁটুরা উচ্চবিদ্যালয়ের নব নির্মিত 'শ্রেণীকক্ষ এবং জীববিদ্যার নতুন পরীক্ষাগার' উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বক্তব্যে তিনি বলেন, এই স্কুল ১৮৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত, যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বছর আগে এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজের ২৩ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত। গোবরডাঙা একটি সমৃদ্ধ জনপদ। এই স্কুল বহু কৃতি ছাত্রের জন্ম দিয়েছে এবং বিভিন্ন কর্মস্থানে তারা সুনাম অর্জন করে চলেছে। আমি

ড. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই পড়েছিলাম। তাতে হাবড়া কলোনীর কথা লেখা আছে। তিনি এই গোবারডাঙারই ভূমিপুত্র। অপূর্ব সে বইখানি আপনারা পড়ে দেখবেন।'

এরপর তিনি গোবরডাঙা হিন্দু কলেজে যান। উপস্থিত সভাপতিত্ব করেন ওই বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি এবং গোবরডাঙা পৌরসভার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র বিজনকান্তি নন্দী, কালীপদ সরকার, সমীরকিশোর নন্দী। স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবাশিস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন শিক্ষক ও সাহিত্যিক সামিরুল হক।

শান্তিনিকেতনের উপাসনা গৃহে মাঘোৎসব

ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিকতা ও মানবিক চেতনার মিলন

বিশাল দাস, শান্তিনিকেতন : বিশ্বভারতীর শান্তিনিকেতন প্রাঙ্গণে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী উপাসনা গৃহে প্রতিবছর মাঘ মাস জুড়ে নানা তিথিতে বিশেষ উপাসনা ও মাঘোৎসব গভীর ভাবগম্ভীরতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। এই মাঘোৎসব কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং শান্তিনিকেতনের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, ব্রাহ্ম সমাজের দর্শন এবং রবীন্দ্র ভাবনার এক জীবন্ত প্রকাশ। মাঘোৎসবের সূচনা হয় মাঘ মাসের প্রথম দিক থেকেই। নির্দিষ্ট তিথিগুলিতে উপাসনা গৃহে বিশেষ প্রার্থনা সভা, বৈদিক মন্ত্র পাঠ ও ব্রাহ্ম সংগীত পরিবেশিত হয়। উপাসনা গৃহের স্বচ্ছ কাচে ঘেরা নির্মাণশৈলী ও প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকা পরিবেশ এই উপাসনাকে এক অনন্য মাত্রা দেয়। মাঘ মাসের বিশেষ দিনগুলোতে উপাসনা গৃহ প্রদীপ ও মোমবাতির আলোয় সুসজ্জিত হয়ে ওঠে, যা সমগ্র প্রাঙ্গণে এক পবিত্র ও শান্ত আবহের সৃষ্টি করে।

এই মাঘোৎসবের অন্যতম প্রধান ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন হল ৬ মাঘ। এই দিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধান দিবস উপলক্ষে উপাসনা গৃহে বিশেষ স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা। তিনিই শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্ম ধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই স্থানকে আধ্যাত্মিক সাধনার কেন্দ্র হিসেবে

গড়ে তোলেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই দিনে প্রার্থনা, আলোচনা সভা ও স্মরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মাঘোৎসবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন। এই উপলক্ষে উপাসনা গৃহে ব্রাহ্ম ধর্মের মূল আদর্শ–ঈশ্বরের একত্ব, মানবিকতা, সামাজিক সাম্য ও নৈতিক জীবনের আহ্বান–নতুন করে তুলে ধরা হয়। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ব্রাহ্ম সংগীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে উপাসনাকে আরও গভীর ও আবেগময় করে তোলা হয়।

শান্তিনিকেতনের এই মাঘোৎসবে বিশ্বভারতীর আশ্রমবাসী, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকা, ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য এবং বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত দর্শনার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বহু মানুষ এই সময় শান্তিনিকেতনে এসে উপাসনা গৃহে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানসিক শান্তি ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভ করেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, শান্তিনিকেতনের মাঘোৎসব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নের শিক্ষাদর্শনের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। প্রকৃতির সান্নিধ্যে শিক্ষা, মুক্ত চিন্তা ও মানবিক মূল্যবোধের যে আদর্শ তিনি তুলে ধরেছিলেন, মাঘোৎসব সেই চেতনাকেই বহন করে চলেছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও শান্তিনিকেতনের উপাসনা গৃহে মাঘোৎসব আজও তার প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা অটুট রেখেছে। এই উৎসব শান্তিনিকেতনকে শুধু একটি ভৌগোলিক স্থান হিসেবে নয়, বরং এক চিরন্তন ভাবধারার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

সবই ভূতনাথ মহামায়ার খেলা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সম্প্রতি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন ১৯৭৭ সাল থেকে অনুমোদিত কোন বিদ্যালয় কে স্কুল ফ্যাইনাল পরীক্ষা দিবার জন্য বিশেষ অনুমতি দেওয়া হবে না। তাছাড়া গত বছর অনুমতি প্রাপ্ত বিদ্যালয় গুলির মধ্যে যে সব বিভ্যালয়ের শতকরা ৩০ ভাগ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়নি তারাও পরীক্ষাদানের বিশেষ অনুমতি পাবে না। সংবাদে প্রকাশ, বছরের পর বছর পাশের হার শূন্য থাকা সত্ত্বেও কোন কোন বিদ্যালয়ের অনুমোদন আজও বাতিল হয়নি। জানাগেল, ৯ নম্বর রাধানাথ চৌধুরী রোডের ভূতনাথ মহামায়া বালিকা বিদ্যালয়ের পাশের হার কয়েক বছর শূন্য থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষা দানের অনুমোদন আজও বাতিল করা হয়নি। পর্ষদ কর্তৃপক্ষের নিয়মের আওভায় না পড়ে বিদ্যালয়টি সরকারী সাহায্য পেয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণের জিজ্ঞায্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নীতি অগ্রাহ্য হলো কেন? এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তদন্ত করবেন কি?

১০ম বর্ষ, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৬, শনিবার, ১১ সংখ্যা

বাংলার বাড়ি প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বের শুভ সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর : সাধারণ মানুষের মাথার ওপর পাকা ছাদ নিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প 'বাংলার বাড়ি' (গ্রামীণ)–র দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সাড়ম্বরে শুরু হলো। রাজ্যজুড়ে প্রায় ২০ লক্ষ পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাগর ব্লকের রুদ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মনসাদ্বীপ খাসমহাল গ্রামে এক অভিনব ক্লাস্টার–মোড ভূমিপুজো বা ভিত–পুজো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মনসাদ্বীপ খাসমহাল গ্রামটি মূলত তফসিলি জাতি অধ্যুষিত এলাকা। উল্লেখ্য, ১৯৯৪–৯৫ সালে ঘোরামারা দ্বীপের ভয়াবহ ভূমি ক্ষয়ের কারণে ভিটেমাটি হারিয়ে এই মানুষগুলো এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দীর্ঘ সময় কাঁচা ঘরে কষ্টে দিন কাটানোর পর, রাজ্য সরকারের ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার আর্থিক সহযোগিতায় আজ তারা পাকা ঘর পেতে চলেছেন। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ১১২ জন ঘর পেলেও, দ্বিতীয় পর্যায়ে নতুন করে আরও ১৮৫ জন উপভোক্তার হাতে অনুমোদনপত্র তুলে দেওয়া হয়। এদিন অনুষ্ঠানটি একটি উৎসবের রূপ নেয়। সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রাও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি সহ একঝাঁক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত থেকে উপভোক্তাদের হাতে পাট্টা ও শুভেচ্ছা বার্তা তুলে দেন। গ্রামের ১৫টি বাড়িতে প্রথা মেনে ক্লাস্টার মোডে ভূমিপুজো সম্পন্ন হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সাগর ব্লকে সব মিলিয়ে ৯,১৩০টি পরিবার এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে, যার জন্য সরকারের ব্যয় হচ্ছে প্রায় ১০৯.৫৬ কোটি টাকা। অনুষ্ঠানে একটি বৃহৎ এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে আগের পর্যায়ের সফল উপভোক্তাদের অভিজ্ঞতা বর্তমানদের সামনে তুলে ধরা হয়, যা উপস্থিত জনতাকে অনুপ্রাণিত করে। নতুন বাড়ি তৈরির পাশাপাশি শৌচাগার নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামটিতে শতভাগ স্যানিটেশন ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানটি প্রীতিভোজ এবং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে শেষ হয়। বাস্তুচ্যুত এই মানুষগুলোর কাছে এখন 'বাংলার বাড়ি' কেবল একটি ভবন নয়, বরং দীর্ঘ লড়াইয়ের পর এক স্থায়ী নিশ্চিন্ত আশ্রয়। ক্যানিং ১ ব্লকের ১৬ হাজার মানুষ পেলেন 'বাংলার আবাস যোজনা' ঘরের শংসাপত্র।

অন্যদিকে ক্যানিং ১ নং ব্লকের অফিস থেকে উপভোক্তাদের হাতে সেই শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস, ক্যানিং ১ বিডিও নরোত্তম বিশ্বাস সহ অন্যান্য সরকারী আধিকারীকগণ।

বাংলার আবাস যোজনা ঘর বরাদ্দ হওয়ায় খুশি উপভোক্তারা। এ প্রসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, 'বাংলার জন দরদী মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা ব্যানার্জী। তিনি দরিদ্র, অসহায়, নিপীড়িত মানুষজন সহ সমগ্র রাজ্যের কল্যাণে উন্নয়ণের কাজ করে চলেছেন। তারই উদ্যোগে বুধবার ক্যানিং ১ ব্লকের ১৬ হাজার উপভোক্তার হাতে যোজনার বরাদ্দকৃত ঘরের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে।

ক্যানিং ১ নং বিডিও জানিয়েছে, 'বাংলার আবাস যোজনায় ১৬ হাজার ঘর বরাদ্দ হয়েছে। উপভোক্তাদের হাতে সেই মর্মে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। আগামী ৩–৪ দিনের মধ্যে উপভোক্তারা নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পেয়ে যাবেন।'

সিপিআইএমের জনসমাবেশ

রুমা খাতুন, রামপুরহাট : এসআইআরের নামে প্রকৃত ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্তের অভিযোগ তুলে বীরভূমের রামপুরহাটে বিশাল জনসমাবেশ করল সিপিআইএম। ২৫ জানুয়ারি বিকেলে রামপুরহাট কলেজ ময়দানে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে কর্মী–সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। জনসমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মীনাক্ষী মুখার্জি। একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বীরভূমের প্রাক্তন সাংসদ ডা. রামচন্দ্র ডোম। বক্তৃতায় নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, এসআইআর প্রক্রিয়ার আড়ালে প্রকৃত ভোটারদের নাম ছেঁটে ফেলার চেষ্টা চলছে, যা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। সমাবেশে উপস্থিত বিপুল জনসমাগম থেকেই স্পষ্ট, আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন মোটেই সহজ হবে না–এমন বার্তাই দিতে চাইল সিপিআইএম নেতৃত্ব। জনসমাবেশ থেকে ভোটারদের অধিকার রক্ষায় আন্দোলন আরও জোরদার করার ডাক দেওয়া হয়।

২৮ জানুয়ারি সিঙ্গুরের জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বজবজ ২ নম্বর ব্লকের লক্ষীবালা দত্ত গ্রামীণ হাসপাতালের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন। উপস্থিত ছিলেন পরিবহন দপ্তরে রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, বিধায়ক অশোক দেব, বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মুক্তি সাধন বিশ্বাস, জেলার স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শিখারায়, জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি, বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি, পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এদিন ৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক সি–মক্ সেন্টার উদ্বোধন করা হয়। যেখানে প্রসূতি মায়েরা বিনামূল্যে সিজারের পরিসেবা পাবেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আলিপুর সদরের মহাকুমা শাসক তমোঘ্ন কর।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ৩১ জানুয়ারি – ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

অগ্নিকাণ্ডের শেষ কবে

আগুন নিয়ে উদাসীনতা নতুন নয়। সাম্প্রতিককালে শহর কলকাতার বুকে একের পর এক অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠেছে। সবকটি আগুনই কী দুর্ঘটনা নাকি নেপথ্যে নানা চক্র কাজ করছে। কলকাতায় কিছু অগ্নিকাণ্ড আজও শিহরণ জাগায়। অ্যাপেলো, আমরি হাসপাতালের আগুন কিংবা স্টিফেন হাউস অথবা বড়বাজারের ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের স্মৃতি মানুষ ভোলেনি। শুধুমাত্র সচেতনতার অভাব দিনের পরদিন প্রাণ কেড়েছে বহু নিরীহ মানুষের।

সাম্প্রতিককালে নানা ঝুপড়িতে কিংবা বস্তিতে আগুন গরীব মানুষের ছাদ হারা হবার সংবাদ শহরবাসীকে মাঝে মাঝেই স্মরণ করায় নাগরিক জীবনের অসহায় পরিস্থিতির কথা। আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ড অসহায় মানুষের মৃত্যুর ঘটনা আবারও প্রমাণ করলো গরীব মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে মালিকপক্ষ সম্পূর্ণভাবে আজও সচেতন নন। ডেকরেটার্সের অথবা খাবারের কোম্পানীর গোডাউনে যে কর্মীদের মর্মান্তিক মৃত্যু হল তার দায় কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই নিতে হবে। ডিএনএ টেস্ট করে মৃতদেহ শনাক্তকরণ করতে হচ্ছে। সংবাদপত্রের ছবিতে প্রকাশ জতুগৃহে মৃতকর্মীদের পুড়ে যাওয়া শরীরের হাড় কিংবা মাথার খুলি ঘটনার ব্যপ্তি সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়।

রাজনৈতিক দ্বন্দ হবে এনিয়ে। কিছুদিন পর সব চুপচাপ হয়ে যাবে আরেক কোনও ঘটনার ঘনঘটায়। অসহায় পরিবারগুলি শুধু সেই সব স্বজন হারানোর ক্ষত বহন করে যাবে। দমকল দপ্তরকে অবশ্যই ফায়ার অডিট করতে হবে। দোষীদের কঠোর শাস্তি দেখতে চায় দেশের মানুষ। নাসিংহোম এবং নানা প্রতিষ্ঠান যেখানে যথাযথ অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা নেই সেগুলিকে অবিলম্বে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরী।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বেশ কিছু অংশে সারা বছর জুড়েই বাজি তৈরির বৈধ ও অবৈধ কারখানা গড়ে উঠেছে। অদক্ষ ও নাবালকরা যেখানে শ্রম দিয়ে থাকে। বারুইপুর, মহেশতলা বজবজ প্রভৃতি জায়গায় এমন বাজি কারখানাগুলিতে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে নজরদারি জোরদার করা জরুরি। হাল আমলে বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানেও বাজি পোড়ানোর চল এসেছে। প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে নানা বাজি। পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি কর্ম সংস্থানের নামে বিপদজনক ব্যবসা চলছে।

দমকলে প্রয়োজনে আরো আধুনিক সরঞ্জাম আনা হোক। দিনের পর দিন নাগরিক জীবন এমন অসহায়ভাবে মৃত্যুর তালিকায় নাম লেখাবে কেন এ প্রশ্ন উঠবেই। দমকলের সেই ঘণ্টা ধ্বনি সহ রাজপথ দিয়ে দ্রুত চলে যাবার স্মৃতি আজ অতীত। তেমনই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা শহরের বুক থেকে অতীত হয়ে যাক। অন্তত প্রাণহানির ভয়ঙ্কর পরিসংখ্যান কমুক। নাগরিক জীবনে আগুন নিয়ে সচেতনতা বাড়াতেও নজরদারি জোরদার করতে স্থানীয় গণসংগঠনকে সঙ্গে নিক প্রশাসন।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

বিজ্ঞের চিত্ত আত্মায় সমাহিত থেকে স্বরূপানন্দ বোধ করায়, অজ্ঞের চিত্ত আত্মায় বিমুখ হয়ে অনর্থ ঘটায়। মন আত্মায় সমাহিত থেকে দেবতা হয়, বাসনায় সম্পৃক্ত হলে সেই মনই জীবের শত্রু হয়ে যায়। চিতের আত্মবিস্মৃতি থেকে মনের জন্ম। ঐ চিত্তই সঙ্কল্প–বিকল্প করে জীব হয়ে জগতে আবদ্ধ হয়। এই উপদেশ বৃত্তান্ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে আত্মস্মৃতি পুনরায় জাগ্রত হয়। আত্মস্মৃতি ফিরে পেলে সত্যজ্ঞান লাভ হয়, সেই আত্মজ্ঞানীপুরুষ সংসারে থেকেও অসংসারী, শরীরে থেকেও অশরীরী হয়ে পরমানন্দে থাকেন। কারণ তিনি নির্লিপ্ত ও নির্মল আকাশের মত সর্বদা চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন। দেহ চেতন নয়, তা জড়। জীব যেহেতু দেহাত্মক, তাই সে চেতনবিমুখ অর্থাৎ জড়সম্পৃক্ত হয়। মনই জীব, সে নিজেকে আত্মরূপে মনন করে। মনের মননেই শরীর সৃষ্ট হয়। কোষকার কীট যেমন বন্ধনের লালসায় নিজের দেহের চারিপাশে তত্ত্ব রচনা ক"রে নিজেকেই আবদ্ধ করে, তেমনই মনও বন্ধনবিলাস করার জন্য নিজেতেই বাসনারাশি সঞ্চয় ক"রে নিজেকে বদ্ধ করে। লোককথায় আছে যে, অম্লাত্মক তেতুলবীজকে মধুজারিত করে রোপন ক"রলে তেতুলফলে মিষ্ট স্বাদের সঞ্চার হয়, তেমনই বন্ধনাত্মক মনকে শুভমননে নিয়োজিত ক"রলে শুভ ফললাভ হয়ে থাকে। মনে মননসঙ্গ যেমন হয় মনের চরিত্রও তেমন ফলই উৎপাদন করে। নির্মল জলে সরোবর পঙ্কিলতাশূন্য থাকে, শুদ্ধমনেও বাসনাদির পঙ্কিলতা অনুপস্থিত থাকে। দৈববশে যদি কখনও শুদ্ধচিত্তে কোন আপদ উপস্থিত হয়, তবে সেই নির্মলপুরুষ বিচলিত না হয়ে শুদ্ধতার গুণে অতি সত্তর বিপন্মুক্ত হয়ে যান। কারণ তিনি জানেন আপদ–বিপদ ইন্দ্রজালের মত সাময়িক ভ্রমমাত্র। আমি অনন্ত, আমিই অখণ্ড ব্রহ্ম এই জ্ঞানই সত্যজ্ঞান। কিন্তু আবার আমি ক্ষুদ্র, আমি পরিচ্ছিন্ন এই ভ্রমজ্ঞান সেই সত্যজ্ঞানে বিলীন থাকে। সর্বব্যাপক নির্মল আত্মা বিদ্যমান থাকলেও এই দেহই আমি এই ভাবনাই বন্ধন। বাসনার প্রভাবে এই ভাবনা কল্পিত হয়। সর্বস্বরূপ ব্রহ্মে বন্ধন–মুক্তি কিংবা একত্ব–বহুত্ব ইত্যাদি ভেদাভেদ কিছুই নেই। অনাশক্তিবলে মন যদি নির্মল হয়, তবে রূপ–আকার উচ্ছিন্ন হয়ে ইহজীবনেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হতেই পারে। সুতরাং হে অনঘ! সমস্তই আমি। আমিই ব্রহ্ম এই ভাবনায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়ে সমস্ত হেয়–উপাদেয় বুদ্ধি নির্মূল কর। রঙ্গীন বস্তুর প্রতিভাসে স্বচ্ছ স্ফটিকমণি হতে বিচ্ছুরিত রঙ্গীন দ্যুতির মত স্পন্দিত মনেরই প্রতিভাসে এই স্পন্দনশীল জগৎ উদ্ভূত হয়। তাই জগতের কোন সত্যতা নেই। বহির্মুখস্বভাব চিত্ত বাহ্যপদার্থেই ভ্রমণশীল থাকে, তাই ব্রহ্মে চিত্তের একাগ্রতা হয় না।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

সাংবাদিকের রোজনামচা

শ্রীতীরন্দাজ

লাল বাতি

মানব সভ্যতার ইতিহাসে শতকের পর শতক রাজ করা চিঠি বা হাতে লেখা পত্র সময়ের দংশনে মৃত্যুর পথে। এই বছরের প্রথম দিন থেকে চিঠি সার্ভিস অফিসিয়ালি বন্ধ করে দিল ডেনমার্ক সরকার, বিক্রি করে দিল লাল বাক্স। অথচ এই কয়েক বছর আগেও রাজা–বাদশা, বুদ্ধিজীবি–মনীষী, প্রেমিক–প্রেমিকা, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সুখ–দুঃখ, হাসি–কান্না, রাগ–ভালোবাসার আয়না ছিল এই চিঠি, ছিল সম্পর্কের একমাত্র মাধ্যম। আজ চিঠির বিলুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে রানার, পোস্টম্যান, অফিসের ম্যাসেঞ্জার পিওনের মতো। এবার হয়তো ডেনমার্কের পথে হাঁটবে অন্যান্য দেশগুলিও।

এখনও নেতাজি

ঐতিহ্যশালী কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক ভবনের সামনে হুলুস্থূল। এক ছাত্র সংগঠনের জন্মদিন পালনের মঞ্চ থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর বিশাল বড় ছবি। অভিযোগও দায়ের হল পুলিশে। অন্য যে সংগঠনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তারাও তদন্তের দাবি তুলেছে। যাই হোক বেশ বোঝা যাচ্ছে এখনও রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাননি নেতাজি সুভাষ বসু। ছবিতে হলেও এখনও তিনি আগের মতোই জনপ্রিয়। তাই তাঁর ছবি নিয়ে আজও শোরগোল হয়। শেষে অন্য ছবি দিয়ে জন্মদিন পালন হলেও হারানো ছবি পাওয়া গেল কিনা জানা যায়নি।

রইল বাকি তিন

অনেকটা হারাধনের দশটি ছেলের মত। ওখানে এক এক করে ছেলে গায়েব হয়ে গিয়েছে আর এখানে এক এক করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্যরা বেঁচে উঠছেন। গত বছর ২৭ অক্টোবর কলিকাতা, যাদবপুর সহ ৬ স্থায়ী উপচার্যের নাম ঘোষণা হয়েছিল। এবছর ১৬ জানুয়ারি স্থায়ী উপচার্য পেল আরও ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এখনও বাকি ৩। যার মধ্যে রয়েছে উত্তরবঙ্গ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত এবং আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এদের অভাব কবে মিটবে তা ভগবানই জানেন। কবে কাটবে প্রশাসনিক জটিলতা, কবে হবে ডিগ্রি প্রদান। নাকি এভাবেই পঙ্গু হয়েই কাটাতে হবে আরও কিছুদিন।

বই প্রেম

ডিজিটাল মাধ্যম ও ই–বুকের দাপটে কোপ পড়ছে বই পড়ায়। টান পড়ছে বই পড়ায়। উপহার হিসাবেও বই এখন না পসন্দের তালিকায়। এসব অভিযোগ এখন আকসার শোনা যায় মাঠে–ঘাটে–ময়দানে, বাসে–ট্রেনে আলোচনায়। কিন্তু এই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করে দিল দিল্লির আন্তর্জাতিক বইমেলা। শেষ দিনে বিনামূল্যে বই বিতরণের ঘোষণায় চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল ভারত মণ্ডপম সেন্টারে। হুড়োহুড়িতে অনেকে নাকি চড়ে বসেন বইয়ের তাকে। এই আকুতি কি মূল্যহীন বইয়ের জন্য নাকি ভালোবাসার টানে? যাই হোক বই অনীহার বদনাম তো ঘুচেছে, সেটাই বা কম কিসের।

দেশ দেশান্তরে

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নজরে টিওআই–১৪৫২বি

সুমন সরদার : সৌরজগতের বাইরে প্রাণের সন্ধানে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গবেষণায় নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে এক ব্যতিক্রমী গ্রহ টিওআই–১৪৫২বি। ড্রাকো নক্ষত্রমণ্ডলে পৃথিবী থেকে প্রায় ১০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই 'সুপার–আর্থ' গ্রহটিকে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত অন্যতম সেরা মহাসাগর–গ্রহ প্রার্থী হিসেবে ধরা হচ্ছে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠের প্রায় ৭০ শতাংশ জল হলেও মোট ভরের হিসেবে জলের পরিমাণ মাত্র ১ শতাংশ। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা ও মডেলিং অনুযায়ী, টিওআই–১৪৫২বি–এর মোট ভরের প্রায় ৩০ শতাংশই জল হতে পারে। এর ফলে গ্রহটির সমগ্র পৃষ্ঠ জুড়ে এক বিশাল ও গভীর মহাসাগর থাকার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, যা পৃথিবীর প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনায় বহু গুণ গভীর।

মন্ট্রিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক চার্লস ক্যাডিয়েক্সের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী এই গ্রহটির সন্ধান পান।টিওআই–১৪৫২বি দুটি ছোট লাল বামন নক্ষত্রের একটি জোড়ার চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। গ্রহটির এক বছর মাত্র ১১ দিনের হলেও, এর পরিবেশ অত্যধিক উত্তপ্ত নয়। কারণ এর নক্ষত্র সূর্যের তুলনায় অনেক ঠান্ডা। ফলে গ্রহটি অবস্থান করছে তথাকথিত বাসযোগ্য অঞ্চলে, যেখানে তরল জল থাকার অনুকূল পরিবেশ থাকতে পারে।

আবিষ্কারের সময় ক্যাডিয়েক্স বলেন, 'শুধু পাথর ও ধাতু দিয়ে তৈরি গ্রহ হলে যে ঘনত্ব হওয়ার কথা, টিওআই–১৪৫২বি–এর ঘনত্ব তার তুলনায় অনেক কম। এটি সেখানে বিপুল পরিমাণ জলের উপস্থিতির ইঙ্গিত দেয়।'

২০২৬ সালের শুরুতে বিজ্ঞানীরা এখন এই গ্রহ নিয়ে আরও গভীর গবেষণার অপেক্ষায় রয়েছেন। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের সাহায্যে টিওআই–১৪৫২বি–এর বায়ুমণ্ডল বিশ্লেষণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। ট্রান্সমিশন স্পেকট্রোস্কপি পদ্ধতিতে যদি জলীয় বাষ্প বা অন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের প্রমাণ মেলে, তবে সৌরজগতের বাইরে প্রাণের সম্ভাবনা অনুসন্ধানে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন হয়ে উঠতে পারে। তবে কিছু গবেষকদের মতে এই গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এতটাই প্রবল হতে পারে যে যদি কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী এখানে থেকে থাকলেও তারা সেই গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে কখন সেই গ্রহের বাইরেই আস্তে পারবে না।

হাওড়া ও উলুবেড়িয়া: তৃণমূলের গোঁফে তা বিজেপির কেটলিতে চা

সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মরিয়া লড়াই। কেমন ছিল গত নির্বাচনের সংখ্যা চিত্র। এবারেই বা হাওয়া কেমন। সেসব নিয়েই ভোটের হাওয়া বুঝতে লোকসভা পরিক্রমায় নেমে পড়েছেন আমাদের বিশ্লেষক সুবীর পাল। এবার ত্রয়োদশ কিস্তি...

হরতন, রুইতন ইস্কাবন, চিড়িতনের টেক্কা, সাহেব, বিবি, গোলাম। তাস খেলাটা বেশ জমে উঠেছে। কিন্তু মুচকি হাসি হেসে ফেলল একটা ট্রাম্পকার্ড। কিন্তু হায় সেই ক্ষণিক হাসির মুখে অনেকটা ঝামা ঘসে দিল যে আচমকা ব্যবহৃত ওভার ট্রামকার্ড। ট্রাম্পকার্ডের সমর্থিত দাম্ভিকতা এ যে মুহূর্তে ভেঙ্গে চুরচুর হয়ে গেল ওভার ট্রাম্পকার্ডের সুযোগ্য মুন্সীয়ানায়।

হাওড়া লোকসভা এলাকায় সাম্প্রতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটটাও কেমন যেন এরকম তাস খেলার মতোই সামঞ্জস্য পূর্ণ। চর্চাগত সৌজন্যে শাসক তৃণমূল। ইস্যুটা সেই বহুল চর্চিত দুর্নীতি। যার ব্যপ্তি হিমালয় সমান তুঙ্গস্পর্শী। বাঙালিয়ানার এখন তো একটাই গর্ব করার মতো ব্র্যান্ড, দুর্নীতি। আর এই তথাকথিত সাম্প্রতিক কালের বঙ্গরাজ্যের প্রতিটি নিঃশ্বাসের উৎস যখন অক্সিজেন স্বরূপ দুর্নীতির ঠোঁট এবং লাফানো কর্পোরেটের নিজস্ব উদারীকরণ কালোয়ারী কার্বণ ছেয়ে গিয়েছে শাসকের প্রায় প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, অগত্যা তখন প্রশাসকের একটাই ধামাধরা স্টিরিও টাইপ সাধুবেশ ধরার প্রচেষ্টা, 'দুর্নীতির মোকাবেলায় আমরা বিবেকের ডাকে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলি সর্বদা।'

কিন্তু সমালোচকদের ধারণা একেবারে উল্টো, এই সরকার বাহাদুর তো আবার নড়েও না চড়েও না। তার আবার বিবেকের ডাক? সেটা আবার কি? ওটা কি মঙ্গলগ্রহের কোনও ধাতব বস্তু? সুতরাং কি আর করার থাকতে পারে? বাধ্য হয়েই নাছোড়বান্দা অনেকের কান টানলে মাথা আসে থিওরিতে আদালত দরজার কড়া নাড়া প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে বিচার প্রাপ্তির ক্ষীণতম আশায়। প্রশাসনিক কোটারি পার্টির অগতির গতি নামক একটাই ডায়লগ, গুগলি বল পিচে ফেলার মতো ঘরানায় চালিয়ে চলেছে গোয়েবলস প্রচার, অনুপ্রেরণার উন্নয়ণে সারা বাংলা হাসছে। অলটাইম বিশ্রী প্যাকেজে, থুড়ি ভুল বলা হয়ে গেল, সঠিকটা হলো, বহুবিধশ্রী মোড়কে বঙ্গজ অস্মিতা এখন ভারত সেরা বলেও কত শত প্যাঁক প্যাঁক প্রেজেন্টেশন শোনা যায় মহামহিম ক্যামাক দফতরীর বদান্যতায়।

আচ্ছা, এসব তথ্য তালাশ কি শুধুই মুখের কতকথা নাকি এর কোনও বাস্তব ভিত্তি আছে? তাই নাকি? ঠিকই আছে, তাহলে সত্যসুলুকের সন্ধানে না হয় একবার হাওড়া লোকসভা এলাকায় কেঁচো খুঁড়তে না হয় সাপ বের করেই আনা যাক। কি বলেন মশাই? তাহলে হোক কাটাছেঁড়া হাওড়া পুরসভা। দুর্নীতির অপারেশন টেবিলে।

মাত্র মাস দুই আগের ঘটনা। উদ্যোগীর ভূমিকায় তৃণমূল পরিচালিত হাওড়া পুরসভা। সংশ্লিষ্ট শহরের একাধিক থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। সর্বমোট ৪২ জন স্থানীয় প্রোমোটারের বিরুদ্ধে। পুলিশের কাছে নালিশের অ্যাপ্রোচটা আনকমন হলেও বয়ানের ঘরানাটা অনেকটাই কমন। অনেকের মতে, সামনে ভোট, তাই দুর্নীতির বিষয়ে শাসক পক্ষ নিজেদের ডায়লগ 'জিরো টলারেন্স' প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণ করতেই এফআইআরের এই মরিয়া পদক্ষেপ। শহর জুড়ে প্রায় ৫০০০ বহুতল বেআইনি নির্মাণের প্রোমোটাররাজ এখন তো অনেকটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে হাওড়ায়। নিশ্চয়ই এগুলো আলাউদ্দীনের প্রদীপ ঘষে দেওয়ায় রাতারাতি গড়ে ওঠেনি। এসব বেআইনি নির্মাণ তো বছরের পর বছর ধরে হাওড়া এলাকায় চলে আসছে 'ডোন্ট কেয়ার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ'–এর তোলাবাজি আশীর্বাদে।

অনুমোদনহীন নির্মাণ, অনুমোদনের তুলনায় বাড়তি তলা, বিল্ডিং সার্ভেয়ারদের নজরদারির অভাব, পাঁচতলার অনুমতি নিয়ে সাততলা তৈরি করা, আবার কোথাও কোনও নকশা জমা না দিয়েই, রাতারাতি বহুতল গড়ে তোলা। এর ফলে, ভবনগুলির কাঠামোগত নিরাপত্তা, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও জনজীবনের উপরে সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কা বেড়েই চলেছে। পুলিশের কাছে এমনই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে হাওড়া পুরসভার পক্ষ থেকে। এ ব্যাপারে একাংশ প্রোমোটারের সঙ্গে কিছু শাসক নেতার অনৈতিক গাঁটছড়া নিয়েও হাটে বাজারে সরসের গসিপ তো এলাকায় কান পাতলেই শোনা যায়। তাহলে এসব লোক দেখানো এফআইআরয়ের অর্থ কি? বিরোধী বিজেপির বক্তব্য, সামনে ভোট। তাই হাওড়াবাসীকে বোকা বানানোর জন্য তৃণমূল এখন এফআইআরের নামে একটা রাজনৈতিক ট্রাম কার্ড সামনে আনার নাটক শুরু করেছে মাত্র।

কিন্তু এ হেন রাজনৈতিক ট্রাম কার্ডের পাল্টা, মামলার ফাঁসে ওভার ট্রাম হয়ে নিউটনের থার্ড ল হিসেবে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এই পুরসভাকেই। জনস্বার্থ মামলা রুজুর ওভার ট্রামটি খেলা হবে খেলা হবে করেন জনৈক হাওড়াবাসী অমল শ্রীবাস্তব। কলকাতা উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চে গত ৪ নভেম্বর পিটিশন ঠোকেন হাওড়া পুরসভার বিরুদ্ধে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, শৌচাগার নির্মাণ সহ একাধিক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রকল্পে ব্যয়ের হিসেবে স্বচ্ছতা নেই বলে তাঁর দাবি। ২০১৮–১৯ এবং ২০২১–২২ অর্থবর্ষে হাওড়া পুরসভার ব্যয় সংক্রান্ত রিপোর্টে অসংগতি ধরা পড়ে। এ বিষয়ে ক্যাগের রিপোর্টেও অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে বলে মামলাকারীর অভিযোগ। কেস নম্বর, ৪৮১/২৫।

দুর্নীতি আর তৃণমূল এই দুটি শব্দ যেন রাজ্যের নিরিখে সমার্থক হয়ে উঠেছে, ভোটের আতশ কাঁচের নিচে এখন তো এটাই একমাত্র 'ব্রেড এন্ড বাটার'। এমনকি এতো হাওড়াতেও সংক্রামিত। সেক্ষেত্রে উলুবেড়িয়া লোকসভা এলাকা বাদ যায় কেন? সাম্প্রতিক কালে উলুবেড়িয়ার ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত জোয়ারগাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, ওই পদাধিকারী ২ জন ৪টি গাছ কাটার লিখিত নির্দেশ দিলেও আসলে ২৭টি গাছ কাটিয়েছেন বেআইনিভাবে। এমন অভিযোগে যখন স্থানীয় অঞ্চলে উষ্মার আগুন ধিক ধিক করে জ্বলতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই এক ঝাঁক আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত নানান বেনিয়ম অতি সম্প্রতি অক্টোপাসের মতো জাপটে ধরেছে একই গ্রাম পঞ্চায়েতকে। তারই প্রতিবাদে তড়িঘড়ি মাঠে নেমে পড়ে বিজেপি। পঞ্চায়েত দপ্তর ঘেরাও করতে গেলে গেরুয়া বাহিনীর সঙ্গে তুলকালাম বেঁধে যায় পুলিশের। দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়ে যায়। এই প্রতিবাদের লেলিহান ছড়িয়ে পড়ে একটি ছোট্ট অখ্যাত গ্রামীণ জনপদ থেকে গোটা উলুবেড়িয়া লোকসভা অঞ্চলের প্রান্তর থেকে প্রান্তে। এই আর্থিক বেনিয়মের ইস্যুতে বিজেপি এই সমস্ত এলাকায় লাগাতার প্রতিবাদে সামিল হয়েছে ধারাবাহিক পর্যায়ে একদম অলআউট মোড়ে।

১৯৭১ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত টানা ১০ বার সিপিএম উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে জিতে এসেছিল। কিন্তু সেই নাগাড়ে চলতে থাকা চলতি কা নাম গাড়ি থমকে যায় ২০০৯ সালে। সেই সময়কাল থেকে সুচিত হয় সেখানে তৃণমূলের বিজয় রথের জমানা। ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ ও ২০২৪ সালে এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের সাংসদ নির্বাচিত হয়ে আসছে। এমনকি ২০১৮ সালের উপনির্বাচনেও এই জয়যাত্রার বিরুদ্ধে লাল আলো মোটেও প্রতিফলিত হয়নি। এই গ্রাফ পর্যালোচনা করলে অবশ্যই বলা যেতে পারে সিপিএমের এককালের জার্মান প্রাচীর তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে গেলেও বর্তমানে তা যেন তৃণমূলী চীনার দেওয়ালে পরিবর্তিত হয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে এখানে মোট ভোটার ছিল ১৭,৪১,৪৩৮ জন। তার মধ্যে ৫২.১০% ভোট পেয়ে তৃণমূলের থলিতে জমা পড়ে ৭,২৪,৬২২টি মানুষের সমর্থন। উল্টো দিকে বিজেপির পক্ষে বোতাম টিপেছেন ৫,০৫,৯৪৯ জন। অর্থাৎ গেরুয়া শিবিরে ৩৬.৩৮% ভোট ঢলেছিল। সুতরাং বিজেপির থেকে তৃণমূল ২,১৮,৬৭৩টি বেশি ভোট পেয়ে জিতে যায়।

এই লোকসভা ভোটে তৃণমূলের একতরফা জয়ের ধারা তীব্র ভাবে বজায় ছিল স্থানীয় এলাকার অন্তর্ভুক্ত ৭টি বিধানসভা আসনেও। ২০২১ সালের সর্বশেষ নির্বাচনে উলুবেড়িয়া পূর্ব, উলুবেড়িয়া উত্তর, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ, শ্যামপুর, বাগনান, আমতা এবং উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্রের সবকটিই সবুজময় হয়ে ওঠে টিএমসির ভিক্ট্রি চিহ্নের দাপুটে সুবাদে। এইসব কেন্দ্রে তৃণমূলের চওড়া হাসির জন্য ভোটের ব্যবধান রচিত ছিল যথাক্রমে ১৭,১২৬, ২১,০০৩, ২৮,৪৩৮, ৩১,৫১১, ৩০,১২০, ২৬,২০৫ সহ ১৩,৯৯৮টি।

সুতরাং আগামী নবান্ন দখলের লড়াইয়ে সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে তৃণমূল গোঁফে তা এখনই দিতে শুরু করেছে এই ভেবেছে, আরে এই ৭টি আসন তো আমাদের কুক্ষিগত হয়েই আছে, চিন্তা কিসের? কিন্তু চিন্তা তো না হয়েই বা জো আছে নাকি? এখানকার সর্বমোট ভোটারের ৩০% হল সংখ্যালঘু। যা তৃণমূলের সলিড ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে খ্যাত। অতি সম্প্রতি কিন্তু একাংশ সংখ্যালঘু মানুষ রাজ্য শাসকের উপর বেজায় ক্ষুব্ধ বঞ্চনার প্রেক্ষাপটে। তারপরে গোদের উপর ফোঁড়া হিসেবে মুসলিম ভোটে বড় রকমের ফাটল ধরাতে উদগ্রীব মুর্শিদাবাদের মাটিতে নতুন জন্ম নেওয়া একটি রাজনৈতিক দল। এর প্রভাবে বিভাজনের পরিকল্পনা সত্যিকারের সফল হলে তৃণমূলের অধুনা গর্বের পাশা কিন্তু উল্টে যেতে বাধ্য। আর সেই ফাঁক গলে বিজেপি কিন্তু এখান থেকে কমপক্ষে ৪টি আসন হাতিয়ে নেবার সুখস্বপ্নে বেশ চনমনে হয়ে উঠেছে আপাতত এ যাত্রায়। যদিও সেই আত্মতৃপ্তির সুখস্বপ্ন মাঠে ময়দানে না দেখা গেলেও গেরুয়া টেবিল বৈঠকে তা কিন্তু অবশ্যই জড়ালো ভাবে সীমাবদ্ধ।

গত বিধানসভা ভোটের ফলাফলে উলুবেড়িয়ার সম কায়ার একই ছায়া হাওড়া লোকসভার অন্তর্বর্তী জায়গাতেও প্রতিফলিত হয়েছে প্রবল ভাবে। সেখানেও সাতে সাতের পূর্ণ ফসল তৃণমূল সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছে তাদের পার্টি অফিসে। বালি, হাওড়া উত্তর, হাওড়া মধ্য, শিবপুর, হাওড়া দক্ষিণ, সাঁকরাইল এবং পাঁচলা কেন্দ্রে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপিকে হারিয়ে দেয় যথানুক্রমে ৬,২৩৭, ৫,৫২২, ৪৬,৫৪৭, ৩২,৬০৩, ৫০,৫৬৯, ৪০,৪২৭ ও ৩২,৭৫১ ভোটের মার্জিনে শাসক তৃণমূল।

হাওড়া লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল কিন্তু বেশ চমকপ্রদ। ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮০ তে এখান থেকে জেতে সিপিএম। ১৯৮৪ সালে কংগ্রেস ফিরে আসে। ১৯৮৯ ও ১৯৯১ তে সিপিএম কামব্যাক করে। ১৯৯৬ তে আবার কংগ্রেস ছিনিয়ে নেয় এই কেন্দ্রটি। ১৯৯৮ সালে তৃণমূল দলের প্রথম আত্মপ্রকাশ লগ্নেই এই কেন্দ্রটি বার্থডে গিফট হিসেবে পেয়ে যায়। ১৯৯৯ এবং ২০০৪ সালে স্বমহিমায় ফের ফিরে আসে সিপিএম। এরপর আসে ২০০৯ সাল। সেই সময় থেকে ২০১৪, ২০১৯, ২০২৪ এর লোকসভা ভোট সহ ২০১৩ সালের উপনির্বাচনে ঘাসফুল বাহিনীকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এখনও পর্যন্ত শেষতম লোকসভা নির্বাচনে হাওড়া কেন্দ্রে সাকুল্যে ভোটারদের সংখ্যাটা ছিল ১৭,৬৯,১৮৪ জন। ১,৬৯,৪৪২টি কম ভোট পেয়ে টিএমসির কাছে বিজেপি এখানে হার স্বীকার করে নেয়। বিজেপি ভোট পেয়েছিল ৪,৫৭,০৫১ জন সমর্থকের সহানুভূতি। যার অর্থ ভাজপার অন্দরমহলে ৩৫.৯৪% ভোট ঢুকে পড়েছিল। পরোক্ষে সবুজ ঘাসে ৪৯.২৬% ভোট শিশিরের মতো মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। কারণ তৃণমূল খাতে ৬,২৬,৪৯৩ জনের চুপচাপ ফুলে ছাপ যে পড়ে গিয়েছিল গণতন্ত্রের শর্ত মেনে।

আসন্ন ভোটের মরশুমে হাওড়া লোকসভার ভিতরে যে ৭টি আসন তৃণমূলের রয়েছে, তারই যে পুনর্ফল ফের ফলতে চলেছে এমন ধারণায় বশবর্তী হয়ে তৃণমূল সৈনিকেরা যে বর্তমানে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী। তাদের ধারণা, আর যাইহোক তৃণমূলের থেকে হাওড়া লোকসভা এলাকা কখনই মুখ ফেরাবে না। কিন্তু দুর্নীতি, ধর্ষণ, তোলাবাজি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জরাজীর্ণ এই শাসক দলটি সম্পর্কে হাটে, বাজারে, রকে, ঠেকে, বাসে, অটোতে আমজনতার রোষ কিন্তু প্রবল সুনামির মতো ক্রমেই আছড়ে পড়ছে তাঁদেরই নিজস্ব বিভিন্ন আলোচনায় সমালোচনায়। আর এ হেন 'জন জানে জনার্দন'–এর ক্ষোভকে রাজনৈতিক ভাবে ক্যাশ করতে চাইছে বিজেপি। ফলে কমুণ্ডলের হিন্দুত্বের জিগির তুলে তারা স্লোগান তুলেছে গঙ্গার ধার ঘেঁষা হাওড়ার অলিতে গলিতে, মমতার সরকার আর নেই দরকার। আর এমনতর স্লোগানের ছাঁকনির ছিদ্র দিয়ে নিদেন পক্ষে দলের চায়ে পে চর্চা"র কেটলির মধ্যে গোটা ৫ আসন যদি গলে যায় বাই চান্স, তবে তো কেল্লা ফতে।

উত্তরের আঙিনায়

এসআইআরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : ২৫ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ নির্বাচন কমিশনের অপরিকল্পিত, অমানবিক, ভ্রান্ত নীতির পরিপন্থী হয়ে এসআইআর নীতির ফলে সমগ্র রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষকে যে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই এই ভ্রান্ত এসআইআর রাজ্যে ১২৬ জন নাগরিকের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হন মানুষজন। শিলিগুড়ি টাউন ব্লক –২(এ) তৃণমূল কংগ্রেসের উক্ত সংগঠনের উদ্যোগে এদিন এক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান রাস্তা ধরে পরিক্রমা করে এবং উক্ত বিক্ষোভ মিছিলে প্রথম সারিতে ছিলেন শিলিগুড়ি তৃণমূল কংগ্রেসের বলিষ্ঠ নেতৃত্বৃন্দ এবং পুর নিগমের মেয়র ডেপুটি মেয়র ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এমনকি তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মীও সংগঠক উপস্থিতি এই বিক্ষোভ মিছিলে যোগদান উল্লেখযোগ্য।

মুখে অক্সিজেন মাস্ক নিয়ে বৃক্ষরোপনের বার্তা বাবলুর

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে গরমের মাত্রা বেড়েই চলেছে, গাছপালার সংখ্যা কমছে, বাড়ছে তাপমাত্রা। পরিবেশ বান্ধব প্রচারে বাবলু বর্মন! সাইকেল চেপে, মুখে অক্সিজেন মাস্ক, 'গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান' বার্তা নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরেই উত্তরবঙ্গে পরিবেশ বান্ধব প্রচার চালাচ্ছেন হলদিবাড়ির বাসিন্দা বাবলু বর্মন, বর্তমানে তিনি রানিডাঙ্গা এলাকায় রয়েছেন। তিনি জানান, জঙ্গলে গাছপালার পরিমাণ কমেছে, সেই কারণে বনের পশুরা খাবারের খোঁজে লোকালয়ে চলে আসছে। খাবার না পেলে মানুষের উপর আক্রমণ করছে। তিনি সকলকে গাছ লাগানোর বার্তা দিয়েছেন। বাবলু বর্মন জানান, বিগত কয়েক বছর ধরে উত্তরবঙ্গে জুড়ে উল্লেখ্য কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গা ও আলিপুরদুয়ার সহ আরো অন্যান্য জায়গায় ঘুরে ঘুরে গাছ লাগানোর প্রচার চালিয়ে আসছেন।

বারুইপুরে ভোটার দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করতে এবং তরুণ প্রজন্মকে ভোটদানে উৎসাহিত করতে ২৫ জানুয়ারি বারুইপুরে মহাসমারোহে পালিত হল 'জাতীয় ভোটার দিবস'। ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনে থাকা 'মাই ভারত' বারুইপুর শাখার উদ্যোগে এবং অগ্নি রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি–র সহযোগিতায় এই বিশেষ কর্মসূচিটি পালিত হয়। অনুষ্ঠানে মূলত এলাকার যুব সমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। বিশেষ নজর দেওয়া হয় সেই সব তরুণ–তরুণীদের ওপর, যারা এই বছর প্রথমবার ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন।

অনুষ্ঠানে নতুন ভোটারদের হাতে বিশেষ ব্যাজ পরিয়ে তাঁদের সম্মান জানানো হয়। রাজপুর আগামী ক্লাব থেকে শুরু হওয়া একটি বর্ণাঢ্য সাইকেল র‍্যালি ও পদযাত্রা বারুইপুরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে অঘোর সরণিতে এসে শেষ হয়। প্রতিটি ভোটের গুরুত্ব এবং নাগরিক দায়িত্ব নিয়ে উপস্থিত সকলে একটি সমবেত শপথ পাঠ করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপঙ্কর লাহিড়ী। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রতিটি ভোটের মূল্য এবং কেন সুস্থ গণতন্ত্রের স্বার্থে যুবকদের এগিয়ে আসা উচিত।

খাঁটুয়া হাইস্কুলের ১৭১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৮–১৫ জানুয়ারি গোবরডাঙা খাঁটুয়া হাইস্কুলের ১৭১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে পতাকা উত্তোলন করেন প্রধান শিক্ষক দেবশিষ মুখোপাধ্যায়। স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করেন প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি অধ্যাপক ড. পার্থ কর্মকার। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) উত্তর ২৪ পরগনা রমেশ ভুঁইয়া। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জয়দীপ ভট্টাচার্য্য সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক মাধ্যমিক, উত্তর ২৪ পরগনা। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুণ্ডু, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ড. সুনীল বিশ্বাস, অধ্যাপক বিজনকান্তি নন্দী, মৌসুমী মণ্ডল, জয়দীপ দাস, প্রধান শিক্ষক দীপককুমার দাঁ, সাহিত্যিক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপদ সরকার, রেবারাণী সরকার, অঞ্জুমোহন রায় প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচলান কমিটির সভাপতি ও গোবরডাঙা পৌরসভার পৌর প্রধান শঙ্কর দত্ত। বক্তব্যে ড. পার্থ কর্মকার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। পৌরপ্রধান শঙ্কর দত্ত বলেন, যে আগামী ২৬ জানুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এই স্কুলে আসবেন। এছাড়াও মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠাগারটি উদ্বোধন করেন শঙ্করবাবু। উক্ত পাঠাগার ভবনটির জন্য অধ্যাপক বিজনকান্তি নন্দী তাঁর পিতা প্রয়াত সুধীরিন্দ্র নন্দীর নামে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিয়েদেন বলে শঙ্করবাবু সহ অন্যান্যরা সকলে প্রশংসা করেন। পরের দিন অর্থাৎ ১৫ জানুয়ারি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষন রণদেব দাশগুপ্তকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সঞ্চালনায় শিক্ষক ও সাহিত্যিক সামিরুল হক, রাজশ্রী দত্ত ও দিলীপ ঘোষ প্রশংসনীয়।

ক্ষুদ্র খামারিদের আয় বৃদ্ধিতে বৈজ্ঞানিক প্রাণীপালন ও মৎস্যচাষ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আর্থিক স্বনির্ভরতা এবং টেকসই আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক প্রাণীপালন ও মৎস্যচাষকে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরতে ২৭ জানুয়ারি তিনদিনব্যাপী একটি মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু হয়। পরিবর্তিত জলবায়ু পরিস্থিতি, ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয় ও বাজার–নির্ভরতার চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষাপটে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির গুরুত্ব বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মত বিশেষজ্ঞদের। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য : কেবলমাত্র জীবিকা নির্বাহের গণ্ডি পেরিয়ে কীভাবে বৈজ্ঞানিক প্রাণীপালন ও মৎস্যচাষের মাধ্যমে কৃষকদের জন্য স্থায়ী ও টেকসই আয়ের পথ তৈরি করা যায়, সেই বিষয়টি বাস্তবমুখীভাবে তুলে ধরা। প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান চর্চার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ এই কর্মসূচির আয়োজন করেছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অব অ্যানিম্যাল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্সেস–এর অধীনস্থ ডিরেক্টরেট অফ রিসার্চ এক্সটেনশন অ্যান্ড ফার্মস। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মার্স' হোস্টেল, ডিআরএফ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রশিক্ষণার্থীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মঙ্গলবার সকালে ফুলের স্তবক অর্পণ ও উত্তরীয় প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ডিআরএফের ডিরেক্টর তথা প্রফেসর শুভাশিস বটব্যাল। স্বাগত ভাষণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষক–কেন্দ্রিক গবেষণা, সম্প্রসারণমূলক কর্মকাণ্ড ও মাঠপর্যায়ে প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রশিক্ষণের ভূমিকার উপর আলোকপাত করেন। এরপর বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর পার্থ দাস। তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মাঠপর্যায়ের কৃষি ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন এবং বলেন, এই সমন্বয়ই কৃষকদের বাস্তব সমস্যার কার্যকর সমাধান দিতে পারে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ দেন আইসিএআর– আটারির ডিরেক্টর ড. প্রদীপ দে। তিনি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির ভূমিকা, আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির সফল অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড.টি.কে. দত্ত। তাঁর বক্তব্যে তিনি বলেন, 'বৈজ্ঞানিক প্রাণীপালন ও মৎস্যচাষ বর্তমান সময়ে গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। আধুনিক প্রযুক্তি, সঠিক ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আয় বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।' তিনি আরও জানান, 'বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতেও কৃষকদের স্বার্থে এই ধরনের বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবে।'

ড. কেশব চন্দ্র ধারা তাঁর বক্তব্যে প্রাণীপালন ও মৎস্যচাষে রোগ ব্যবস্থাপনা, উন্নত জাত নির্বাচন এবং সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব তুলে ধরেন। পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে কর্মরত প্রযুক্তিবিদদের মাধ্যমে এই জ্ঞান কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড.টি.কে. দত্ত। উদ্বোধনী পর্বে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডিআরইএফের যুগ্ম অধিকর্তা ড. বিমল কিনকর চাঁদ। এই তিনদিনের এইচআরডি কর্মসূচিতে রাজ্যের বিভিন্ন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত কর্মীরা অংশগ্রহণ করছেন। প্রশিক্ষণ পর্বে পশুপালন ও মৎস্যচাষের আধুনিক প্রযুক্তি, রোগ নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন খরচ হ্রাস, পুষ্টি ব্যবস্থাপনা এবং বাজার সংযোগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। **ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র**

কালনার দুই কৃতীর পদ্মশ্রী সম্মানে চমকিত দেশবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি : একই জেলা এবং একই মহকুমার মধ্য থেকে এবারে দু'জন কৃতী সন্তান 'পদ্মশ্রী' প্রাপকের তালিকায় জায়গা করে নেওয়ায় কার্যত দেশবাসীর নজর আটকে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের দিকে। এই অভূতপূর্ব নজিরটি সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের 'শস্যগোলা' রূপে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমায়। জেলার দুই কৃতী সন্তানের একজন তাঁতশিল্পী জ্যোতিষ দেবনাথ এবং অপরজন সাঁওতালি ভাষার সাহিত্যিক রবিলাল টুডু। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের কঠোর নিষ্ঠা আর নিরলস পরিশ্রমই এই দু'জনকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা প্রাপ্তির ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছে। তাঁদের এই গগনচুম্বী সাফল্যের খতিয়ানই এখন জেলা, রাজ্যের গন্ডি ছাড়িয়ে দেশের কোণায় কোণায় চর্চিত হচ্ছে। জেলার সীমান্তবর্তী মহকুমা শহর কালনার বারুইপাড়া এলাকার বাসিন্দা জ্যোতিষ দেবনাথ একজন প্রতিভাবান তাঁতশিল্পী। তাঁর অসাধারণ ভাবনায় ও সুদক্ষ হাতে তৈরি শাড়ি, ওড়না সহ নানাবিধ বস্ত্র সামগ্রী দেশ–বিদেশের ক্রেতাদের নজর কেড়ে নেয়। এভাবেই তিনি ধীরে ধীরে দেশের প্রখ্যাত তাঁতশিল্পীদের তালিকায় নিজেকে মেলে ধরেন। একইসঙ্গে কালনার বিভিন্ন এলাকায় নারী–পুরুষ নির্বিশেষে শতাধিক তাঁতশিল্পীর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। একসময় কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি দেশের একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হন। এবারে 'পদ্মশ্রী' সম্মান প্রাপকের তালিকায় তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত কালনাবাসী। অন্যদিকে, এই মহকুমারই কালনা ২ ব্লকের নোয়াড়া গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা রবিলাল টুডু সাঁওতালি সাহিত্য চর্চায় অসামান্য অবদান রাখায় এবারে 'পদ্মশ্রী' সম্মানের জন্য মনোনীত হয়েছেন। আদিবাসী সমাজের জন্য তিনি সাঁওতালি ভাষায় অসংখ্য নাটক, কবিতা, সাহিত্য রচনার মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হন। তাঁর এইসব সাহিত্যকর্ম নানাভাবে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের সন্তানদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। রবিলাল টুডু তাঁর সৃষ্টিশীল কর্মের জন্য ইতিমধ্যেই সাহিত্য আকাদেমি সহ নানাবিধ সম্মানে ভূষিতও হয়েছেন। কালনার এই দুই কৃতী ভূমিপুত্রের নাম এবারে 'পদ্মশ্রী' প্রাপকের তালিকায় ঠাঁই পাওয়ার খবর পাওয়ার পরপরই উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁদের বাড়ি গিয়ে সংবর্ধনা জানিয়ে আসেন রাজ্যের প্রাণীসম্পদ

বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী কালনা মহকুমা মূলত কৃষি অধ্যুষিত হলেও বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে লক্ষাধিক মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁতশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। বিশেষ করে সমুদ্রগড়, নাদনঘাট, লক্ষ্মীপুর, আটপাড়া, চুপী, কাষ্ঠশালী, মেড়তলা–ফলেয়া, ভান্ডারটিকুরী, পাটুলী, শ্রীরামপুর, জামালপুর, ধাত্রীগ্রাম, নান্দাই প্রভৃতি এলাকায় হস্তচালিত তাঁতশিল্পের রমরমা। এসব এলাকার 'লড়াকু' ও সুদক্ষ শিল্পীদের তৈরি শাড়ি সহ নানাবিধ তাঁতবস্ত্রের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যথেষ্ট কদর রয়েছে।এরই পাশাপাশি কালনা মহকুমার বিস্তীর্ণ অংশে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লক্ষাধিক মানুষের বসবাস রয়েছে। এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন সাধারণত শ্রমজীবী এবং অনেকেই পিছিয়ে পড়া শ্রেণীভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের বেশিরভাগই একসময় শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল।তবে, একাধিক প্রচেষ্টায় সেই পরিস্থিতির অনেকখানিই বদল হয়েছে।

পদ্মশ্রী পাচ্ছেন তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশিষ্ট লোকশিল্পী রতন কাহারের পর এবার সিউড়ির তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন। প্রায় ২০০০০–রও বেশি গ্রামীণ দুস্থ মহিলাকে কাঁথা স্টিচ বা সূচিকর্ম শিখিয়ে স্বাবলম্বী করে তুলেছেন তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়। স্বভাবতই এই খুশির খবরে উচ্ছাসিত আনন্দিত সদর শহর সিউড়ি। বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, বীরভূম সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি উদয়শঙ্কর ব্যানার্জী তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জানিয়েছেন।

রক্তদান শিবির

সুব্রত মণ্ডল : সোনারপুরে গড়ে ওঠা সমাজসেবী আশার আলো–এর উদ্যোগে ২৫ জানুয়ারি সোনারপুর তেমাতা জেপিএস কলেজের বিপরীতে ১০০ জন রক্তদাতা রক্ত দিলেন। একই ক্যাম্পে চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, ছানি অপারেশন ও চশমা প্রদান করলেন। এই মহতী উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য ব্যবস্থাপনায় ছিলেন এসএসকেএম হসপিটাল এবং মমরাজ যায়াত্রী ফাউন্ডেশন। এই এনজিওটি দুস্থ, গরিব, অসহায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই, খাতা–কলম দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। কোর কমিটির একনিষ্ঠ কর্মী, মঙ্গল দেবনাথ এবং আশার আলোর ম্যানেজার দেবজ্যোতি মণ্ডল জানালেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া দুস্থ গরিবদের কথা মাথায় রেখে তাঁদের পথচলা শুরু ২০১৯ সালে। প্রথম দিকে অনেক বাধা–বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। দুর্গম পথের দুর্যোগ রাতেও আশার আলো সকল বাধাকে তুচ্ছ করে ছুটে চলেছে নিপীড়িত, পীড়িত মানুষদের একমাত্র আশার প্রদীপ হয়ে। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তরুণ কান্তি দাস, পার্থসারথি সরকার ও সোনাপুর টাউন সভাপতি রঞ্জিত রায় এবং কমিটির সকল নেতৃত্ববৃন্দ।

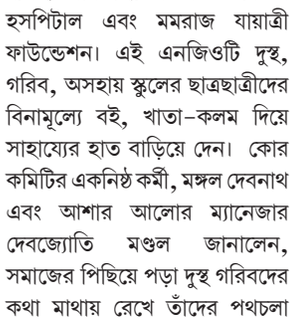

বিনামূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সুন্দরবনের প্রান্তিক কৃষকদের স্বনির্ভর করতে এক বিশেষ উদ্যোগ নিল সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তর। ২৭ জানুয়ারি সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে গঙ্গাসাগরের রুদ্রনগরে কয়েকশো কৃষকের হাতে বিনামূল্যে আধুনিক কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি তুলে দেওয়া হয়। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা কৃষকদের হাতে ধান ঝাড়াই মেশিন, অত্যাধুনিক স্প্রে মেশিন, এসি নেট এবং ওল বীজসহ একাধিক সরঞ্জাম তুলে দেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করা সুন্দরবনের কৃষকরা যাতে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে চাষবাস করে লাভের মুখ দেখতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা সব সময় কৃষকদের পাশে আছি। এই আধুনিক সরঞ্জামগুলো ব্যবহারের ফলে কৃষকদের শ্রম কমবে এবং ফলন বৃদ্ধি পাবে। সুন্দরবনের কৃষি ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করাই আমাদের লক্ষ্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাগর ব্লকের বিডিও কানাইয়া কুমার রাও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি, সহকারী সভাপতি স্বপন কুমার প্রধান সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিনামূল্যে এই সব মূল্যবান যন্ত্রপাতি হাতে পেয়ে খুশি এলাকার কৃষকরা। তাদের মতে, সরকারি এই সাহায্য আগামী মরসুমে চাষের খরচ অনেকটা কমিয়ে দেবে।

বার্ষিক বিবেকানন্দ জন্মোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০–১২ জানুয়ারি ৩ দিনব্যাপী উত্তর ২৪ পরগনার গাঁইঘাটা থানার অন্তর্গত খোঁজা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির পরিচালনায় স্বামী বিবেকানন্দ জন্মোৎসব উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে মঙ্গলরাতি, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বসে আঁকা প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কবি সম্মেলন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী ভাষণ দেন শ্রীমৎ স্বামী আত্মনাথানন্দজী মহারাজ। রামকৃষ্ণ মিশন কলকাতা স্টুডেন্টস হোম, বেলগরিয়া। বিষয় 'স্বামীজির আদর্শ যুব সমাজ কীভাবে জীবন ও চরিত্র গঠন করতে পারে।' প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন খোঁজা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কুমার কাশ্যপী। ১২ জানুয়ারি ছিল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা, কবি সম্মেলন ইত্যাদি। কবি সম্মেলনে প্রায় ৩০ জন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সভাপতিত্ব করেন 'যেথায় আমার ঘর' পত্রিকার সম্পাদক মৃণালকান্তি সাহা। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। বাসুদেববাবু বক্তব্যে স্বামীজির সঙ্গে খেতরীর রাজার 'সত্য' সম্পর্কে কথোপকথন তুলে ধরেন। মৃণালবাবু ধর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করেন। স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির সম্পাদক জয়দেব। ছিল পুরস্কার বিতরণী ও নৃত্যানুষ্ঠান। সঞ্চালনায় 'উপাসনা' পত্রিকার সম্পাদক গোপীনাথ বিশ্বাস প্রশংসনীয়।

গ্রামে–গঞ্জে স্কুল খালি করে, শিক্ষকদের অনৈতিক বদলির প্রতিবাদে, বিক্ষোভ ডেপুটেশন বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের দপ্তরের সামনে। নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, বাঁকুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে। **ছবি : সুকান্ত কর্মকার**

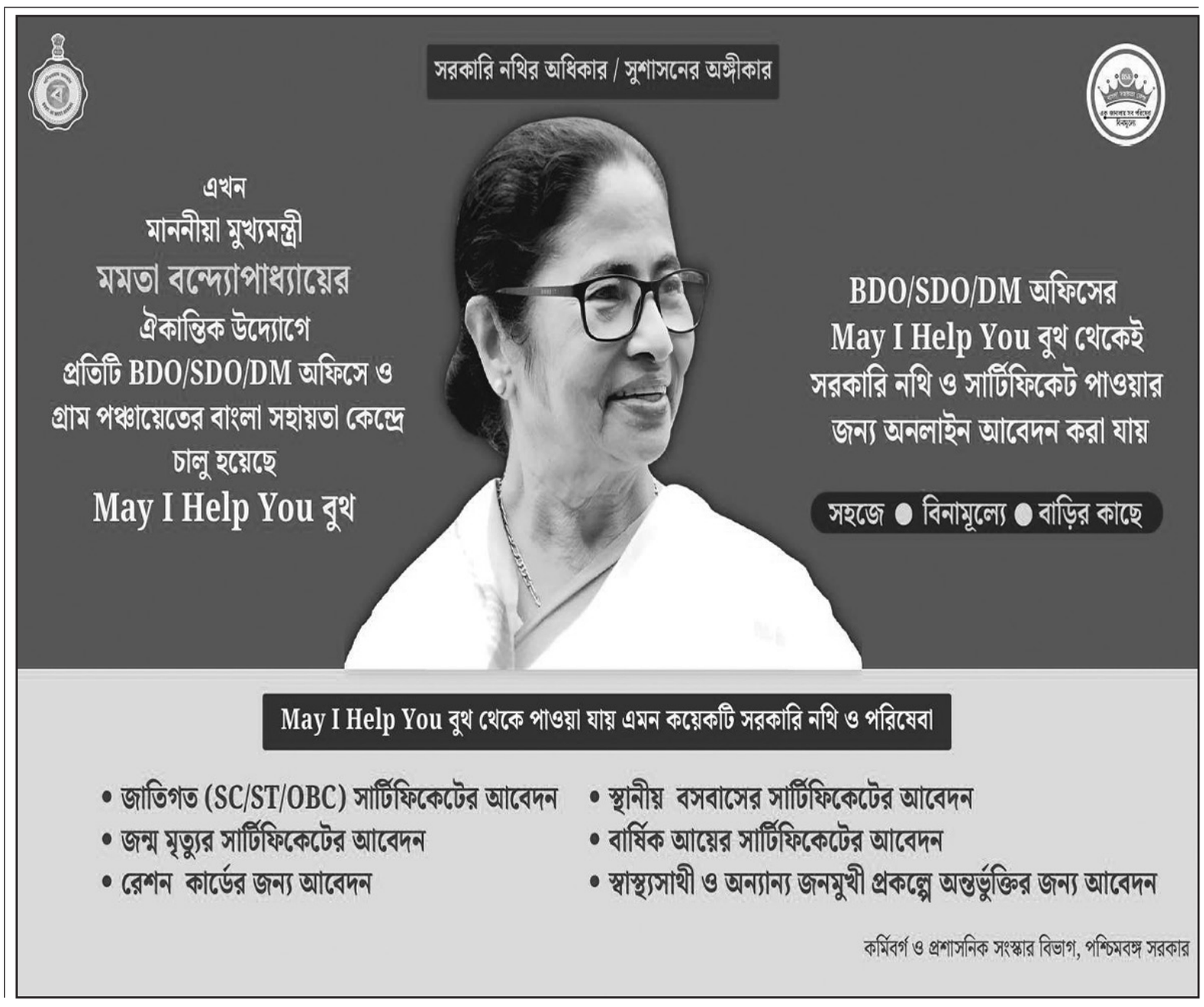

পাম্পিং স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্য কলকাতার ঠনঠনিয়া, মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, আমহার্স্ট স্ট্রিট, সুকিয়া স্ট্রিট, বিধান সরণি, বিবেকানন্দ রোড, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর একাংশে বর্ষার বৃষ্টি হলেই হাটুসমান প্লাবিত হওয়াটা অতীত থেকে বর্তমান ইতিহাস। তবে ভবিষ্যতে নয়। কলকাতা পৌরসংস্থার নিকাশি দপ্তরের এক আধিকারিক জানাচ্ছেন, মধ্য কলকাতার হৃষীকেশ পার্কে নির্মীয়মাণ ড্রেনেজ পাম্পিং অন্যতম অত্যাধুনিক স্টেশনটি আগামী বর্ষার আগে চালু হলে বদলে যাবে এই এলাকায় বর্ষার পরবর্তী জলছবি। কলকাতা পৌরসংস্থা চলতি বছরের বর্ষার আগেই হৃষীকেশ পার্কের নির্মীয়মাণ এই ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন তৈরি করতে চাইছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গতবছরে জুলাই মাসে এই পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়। এখানে ৮ টি হেভি-ডিউটি পাম্প বসানো হবে। প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত মানের এই পাম্প বৃষ্টির জমা জল দ্রুত টেনে নেওয়ার ক্ষমতা আছে। এই পাম্পিং স্টেশনের জল পূর্ব কলকাতার বেলেঘাটা খালে পড়বে।

হকারদের ডিজিটাল শংসাপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা হকারদের ডিজিটাল শংসাপত্র দিতে চলেছে। এতে বিষয়টির আধুনিকীকরণ হবে এবং কলকাতা পৌরসংস্থা শংসাপত্র দেওয়ার খরচ কমবে। এই ডিজিটাল শংসাপত্র থাকলে হকার দৌরাত্ম্য বন্ধ হবে। কিউ আর কোড স্ক্যান করলে হকারের নাম, ঠিকানা, পরিচয়পত্র ও কোন জায়গায় তাঁর স্টল রয়েছে ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানা যাবে। হকাররা অবৈধভাবে স্টল বিক্রি বা ভাড়া দিতে পারবে না। এই জানুয়ারি মাসে প্রথম ধাপে ৮,৭২৭ জন কলকাতাবাসী হকারকে এই শংসাপত্র দেবে বলে পৌরসংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে। ২০২৪ সালে কলকাতায় সমীক্ষা করে কলকাতার ৫৪,১৭৮ জন হকারকে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথম দফায় প্রায় ১৪ হাজার হকারের নাম নথিভুক্ত হয়েছিল।

জনগণনা : ৩৩ প্রশ্নে তথ্য সংগ্রহ

বরুণ মণ্ডল : ২০২৭ সালের জনগণনার প্রথম পর্যায় চলতি বছরের ১ এপ্রিল শুরু হচ্ছে। চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ৩৩টি প্রশ্নে করা হবে ঘরে ঘরে তথ্যসংগ্রহে। ২০২৭ সালে অনুষ্ঠিত হতে চলা ভারতের জনগণনা ঘিরে নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। প্রকাশ করা হয়েছে জনগণনার প্রথম ধাপ-হাউস-লিস্টিং ও হাউজিং সেন্সাসের

প্রশ্নপত্র। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সারা দেশে প্রতিটি ভবন ও পরিবার থেকে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবেন জনগণনা আধিকারিকরা। এই উপলক্ষ্যে দেশের প্রতিটি অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই ৬ মাসের মধ্যে যেকোনও মাসের ৩০ দিন ধরে বাড়ি গণনার কাজ করবে। জনগণনার প্রথম পর্যায়ে ভারত সরকার দেশের নাগরিকদের কাছে জানতে চাওয়া প্রশ্নাবলি ২২ জানুয়ারি জারি করেছে। জনগণনার প্রথম পর্যায়ে ৩৩টি বিষয় জানতে চাইবে। জনগণনা আধিকারিকরা অর্থাৎ নিজনিজ রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকশিক্ষিকারা প্রত্যেকের বাড়ি নির্মাণের বিষয় বিস্তারিত জানতে চাইবে। গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রী তফশিলিজাতি বা উপজাতি বা অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত কি না সেবিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করা হবে। বাড়িতে পানীয় জলের কি ব্যবস্থা আছে? স্নানঘর ও শৌচাগার আছে কি না? রান্নার জ্বালানি এলপিজি না কি সিএনজি কি সংযোগ আছে? ইন্টারনেট সুবিধা নেন কি? বাড়িতে বিদ্যুৎ কি আছে? বাসস্থানের ধরন কি রকম? এবং পরিবারের প্রধান খাদ্যশস্য সংক্রান্ত তথ্য কি আছে? বন্ধ বা খালি বাড়িও জিও-ট্যাগ করা হবে। পুরো প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখতে চালু করা হয়েছে সেন্সাস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মনিংটারিং সিস্টেম, যার মাধ্যমে রিয়েল-টাইমে কাজের অগ্রগতি দেখা যাবে। জনগণনার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে আগামী বছর ১ ফেব্রুয়ারি। ভারত সরকারের দাবি, এই তথ্য দেশের ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

নবরূপে শ্মশানের উদ্বোধন

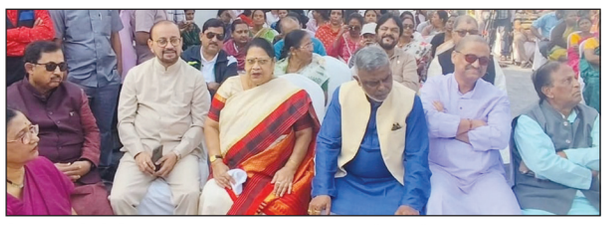

নিজস্ব প্রতিনিধি : : নবান্ন থেকে ২৭ জানুয়ারি দূরনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে নবরূপে সজ্জিত আধুনিক সুবিধাযুক্ত বেহালা পূর্বের ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডের সিরিটি মহাশ্মশানের দ্বারোদঘাটন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এদিন ওয়াটগঞ্জের দইঘাটে হুগলি নদীর তীরে একটি নতুন শ্মশানে"রও শিলান্যাস করলেন। বর্তমানে এই সিরিটি শ্মশানে চারটি বৈদ্যুতিক চুল্লি ও একটি পরিবেশ বান্ধব কাঠের চুল্লি তৈরি হয়েছে। শবযাত্রী বিশ্রামের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ত্রিতল প্রতীক্ষালয় তৈরি হয়েছে। সঙ্গে শ্মশানের চার প্রাঙ্গণে ফিল্টারযুক্ত পরিশ্রুত ঠান্ডা পানীয় জলের ব্যবস্থা যুক্ত হয়েছে। সুলভ শৌচাগারেরও ব্যবস্থা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, কারও যদি সৎকারের খরচ বহনের সামর্থ্য না থাকে, তবে 'সমব্যথী' প্রকল্পে ২০০০ টাকা করে দেওয়া হয়ে থাকে, যাতে পরিবারটি শেষ কাজটা সম্মানের সঙ্গে করতে পারেন। উদ্বোধনের সময়ে শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি কৃষ্ণা সিং, মেয়র পারিষদ তারক সিং, উপমহানাগরিক অতীন ঘোষ প্রমুখ।

বইমেলায় এখনো প্রাসঙ্গিক নেতাজি ও উত্তম কুমার

প্রিয়ম গুহ : ৪৯ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা জমে উঠেছে সল্টলেক করুণাময়ী মেলা প্রাঙ্গণে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত বাস সহ মেট্রো বইপ্রেমীদের নিয়ে পৌঁছে

দিচ্ছে গন্তব্যে। ১ নম্বর গেট দিয়ে ঢুকতেই স্বাগত জানাচ্ছে বাঙালির চির নায়ক মহানায়ক উত্তম কুমার। কলকাতার কথকতা মহানায়কের এই স্টলটি সাজিয়ে তুলেছে। শুধু উত্তম নয় এখানে পরিচয় হচ্ছে সিনে জগতের স্বর্ণযুগের পরিচালক থেকে তাদের সিনেমার পোস্টার সহ সিনেমায় ব্যবহৃত জিনিসের প্রদর্শনীর মাধ্যমে। 'হীরক রাজার দেশের' দুখ মিয়ার ব্যবহৃত দো-তারাটি এখানে শোভা পাচ্ছে। এছাড়াও উত্তম কুমারের পরিহিত কোর্ট যা নায়ক সিনেমায় তিনি পড়েছিলেন সেটিও এখানে চাক্ষুষ করতে পারছেন সকলে। ৮ থেকে ৮০ সকলেই উত্তম ম্যানেজার মজে গিয়েছে বইমেলা প্রাঙ্গণে। একজন স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছে উত্তম কুমারের ব্যবহৃত জিনিস দেখবার জন্য। যুবা যুবোরা উত্তমকুমারের কার্ট আউটের সাথে ছবি তুলতে ব্যস্ত।

এছাড়াও এবছর বইমেলায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে বিভিন্ন লেখকের বই বেশ সমাদৃত। ছোট বড় সব প্রকাশনীর স্টলগুলিতে বাঙালি ভিড় জমিয়েছে। অনেকেই নতুন বইয়ের সাথে পরিচয় করতে এবং সুন্দর কিছু সময় কাটাতে বই মেলাতে ছুটে আসে। পিঠে পার্বণের পরে বইপার্বণ এখন যেন শীতকালের এক উৎসবে পরিণত হয়েছে। তবে অনেকেই বলছেন আগে বইমেলায় যে ছাড় পাওয়া যেত যাতে অনেক বই কেনা যেত এবং বইয়ের প্রতি আকর্ষণ বাড়তো। কিন্তু এখন বইমেলায় তেমন ছাড় আর পাওয়া যায় না তাই এখান থেকে বই দেখে পড়ে অন্য জায়গা থেকে আরেকটু বেশি ছাড়ে বই কিনতে হয়। শুধু বই নয় বাঙালি মানেই খাওয়া দাওয়া তাই খাবারের দোকানগুলোতেও উপচে পরছে ভিড়। প্রাঙ্গন বই মেলা ও খাদ্য মেলার যুগলবন্দীতে পরিণত হয়েছে। **ছবি : প্রীতম দাস**

সামাজিক সুরক্ষা যোজনার সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৯ জানুয়ারি শোভাবাজার মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব পার্কে শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই সচেতনতা শিবিরে অসংগঠিত

শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তিকরণ ও বিভিন্ন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার উপকারিতা বিষয়ে মানুষকে অবহিত করা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী মলয় ঘটক ও নারী, শিশু সমাজকল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত থাকছেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। এছাড়াও উপস্থিত থাকছে পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, বিভিন্ন মন্ত্রী, সাংসদ, কাউন্সিলার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এবং শ্রম দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ।

অসংগঠিত শ্রমিকদের সহায়তায় জন্য ২০১৭ সালে চালু হয় সামাজিক সুরক্ষা যোজনা। যা ২০২০ সালে পশ্চিমবঙ্গের শ্রম দপ্তরের ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় পরিণত হয়। বর্তমানে নির্মাণ, পরিবহন সহ ৬১টি অসংগঠিত পেশায় নিযুক্ত ১ কোটি ৮৫ লক্ষ শ্রমিক এই প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছেন এবং প্রায় ৩৬ লক্ষেরও অধিক শ্রমিককে ২৯০০ কোটি টাকারও বেশি আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এই সচেতনতা শিবিরে মোট ৫০০ শত জন বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শ্রমিককে নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং ৮৮ জন শ্রমিককে মোট ১২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭১৫ টাকার পেনশন, মৃত্যুজনিত সহায়তা এবং ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

শারীরশিক্ষা : ২৫ জানুয়ারি থেকে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের উদ্যোগে ফলতা ব্লকের নবাসন তুষ্টচরণ হাইস্কুলে আবাসিক শারীর শিক্ষণ শিবির হয়ে গেল। ৪০০ জন ছাত্রছাত্রী এবং প্রশিক্ষক নিয়ে এবছর এই শিবির ৫৯ তম বর্ষে পদার্পণ করল। অন্তিম দিনে উপস্থিত ছিলেন অমল নায়েক, প্রণব গুহ, ডা. তরুণ রায়, রানা ব্যানার্জি, অভিজিৎ বেরা, প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক মানস নস্কর। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংগঠনের সম্পাদক অনিল কুমার নস্কর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের রাজ্য সম্পাদক তৃপ্তি প্রামাণিক, যুগ্ম সম্পাদক নয়ন শঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত, ডিজিটাল কমিউনিকেশন ডিরেক্টর অনুপ কুমার মণ্ডল, তুষ্টচরণ নবাসন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সলিল কুমার পানি, পরিচালন সমিতির সভাপতি সুনিত মণ্ডল প্রমুখ। -নিজস্ব চিত্র

যাত্রা: জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতার সাঁই-তে মাই ভারতের সাইকেল যাত্রা। -নিজস্ব চিত্র

আদান-প্রদান : সম্প্রতি মেরা যুব ভারতের পশ্চিমবঙ্গের আয়োজনে আদিবাসী আদান-প্রদান অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার আদিবাসী যুবক যুবতীরাসায়েন্স সিটি ঘুরে দেখলো। -নিজস্ব চিত্র

প্রজাতন্ত্র : আইএনটিটিইউসি-র উদ্যোগে ৭৭ তম প্রজাতন্ত্র দিবস বিশালাকারে ধুমধাম করে পালিত হল বুধঘাট ২২৭ নম্বর বাস স্ট্যান্ডে। বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আফতার খান, সভাপতি অভিজিৎ মুখার্জি, সহ সভাপতি কেয়াউদ্দিন আনসারী, জেলা কমিটির নগেন সাধুখাঁ এবং রাজ্য কমিটির শরবিন্দু চক্রবর্তী। **ছবি : অরুণ লোধ**

উন্মোচন : ২৫ জানুয়ারি কলকাতার বইমেলায় এই প্রথম কবি টিংকু ঘোষের কবিতা বই 'মনের কথা মল্লিকা' শুভ উদ্বোধন করলেন কবি সুবোধ সরকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লেখিকা টিংকু ঘোষ, উত্তর ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের প্রফেসর মন জাত বিশ্বাস এবং প্রকাশক সুদীপ্ত কুমার ঘোষ সহ আরো অনেকে। -নিজস্ব চিত্র

রোগীসেবায় আরও এক ধাপ এগলো ইস্টার্ন রেলওয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রোগীকল্যাণ ও স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার লক্ষ্যে ইস্টার্ন রেলওয়ে উইমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন(ইআরডব্লুডব্লুও) হাওড়ার ইস্টার্ন রেলওয়ে অর্থোপেডিক হাসপাতালে ৪ টি রেফ্রিজারেটর প্রদান করেছে। ইআরডব্লুডব্লুও-এর সভানেত্রী সীমা দেওস্করের নেতৃত্বে সংগঠনের অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে এই অনুদান প্রদান করা হয়। হাসপাতালের ভর্তি রোগীদের স্বার্থে ওষুধ, খাদ্যসামগ্রী এবং অন্যান্য জরুরি চিকিৎসা উপকরণ সংরক্ষণে এই রেফ্রিজারেটরগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অনুদান প্রদান উপলক্ষে সীমা দেওস্কর ও ইআরডব্লুডব্লুও-এর সদস্যরা হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন, রোগীদের মধ্যে খাদ্য প্যাকেট বিতরণ করেন এবং তাঁদের সঙ্গে কথা বলে স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন। এই অনুষ্ঠানে ইআরডব্লুডব্লুও-

এর সভানেত্রী হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্সিং কর্মী ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাঁদের নিষ্ঠা ও মানবিক পরিষেবার জন্য শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানান। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ইআরডব্লুডব্লুও রেলওয়ে উপভোক্তাদের জন্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামো মজবুত করা ও মানবিক রোগীসেবা প্রসারে তাদের ধারাবাহিক অঙ্গীকার আরও একবার প্রতিফলিত করল।

মাঙ্গলিকী

কার্নিভাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার আলতামিরা আর্ট গ্যালারিতে ৭ থেকে ১২ জানুয়ারি ৬ দিনব্যাপী 'উইন্টার কার্নিভাল ২০২৬' শিরোনামে এক চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। এই প্রদর্শনীতে মোট ১৭ জন চিত্রশিল্পীর সর্বমোট ৩৪টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। চিত্রশিল্পী সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী তপন পাঠক সঙ্গে ওই গ্যালারির কর্ণধার ও চিত্রশিল্পী রঞ্জনা চট্টোপাধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই 'উইন্টার কার্নিভাল ২০২৬ চিত্র প্রদর্শনীর সূচনা করেন এবং তাদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। উক্ত প্রদর্শনীতে প্রতিদিনই শিল্পপ্রেমী দর্শকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ পাল, সঞ্জু মান্না, রণজিৎ নস্কর, সুপ্রিয় বসু, পুষ্কর মণ্ডল, বিশ্বজিৎ মণ্ডল প্রমুখ।

রঞ্জনা গুহর বই প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবারীয় সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলায় নন্দন চত্বরে ২৯৬ নং স্টলে বাচিক শিল্পী মধুমিতা ধূত-এর 'পরিধি ছাড়িয়ে' সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশনার উদ্যোগে সাহিত্যিক রঞ্জনা গুহ-র বই 'বাস্তব অন্বেষা' প্রকাশিত হল। তিনি পেশায় ছিলেন ১৯৮২ সাল থেকে ক্যালকাটা টেলিফোন সংস্থায় চাকুরিজীবী। নেশায় কথাসাহিত্যিক। ছোটবেলা থেকেই আগ্রহ থাকলেও নিজের লেখা শুরু হয়েছিল ২০২১ সালের শেষভাগে। প্রকাশক মধুমিতা ধূতের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এবারে লিটল ম্যাগাজিন মেলায় বইটি প্রকাশ হয়। আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় বাস্তব অন্বেষা বইটি পাওয়া যাবে। রঞ্জনা গুহর লেখা প্রতিটি বই পাঠকদের মন কেড়ে নিয়েছে। তাঁর কবিতার বই 'আঙ্গিকা', প্রবন্ধের বই 'সমাজের অতীত' 'বর্তমান দর্শন', 'গোধূলির আর্তি' এবং নারীকথা প্রকাশিত হয়েছে। এদিন তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে সকল পাঠকদের জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে রঞ্জনা অবসরপ্রাপ্ত। ২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য মঞ্চ থেকে তিনি অজস্র পুরস্কার পান। হিন্দী রাজভাষা সমিতির থেকে হিন্দীতে ভালো কাজ করার জন্য রাজ্যের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর হাত থেকে পুরস্কৃত হন।

কোদালিয়ায় পরাক্রম দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ জানুয়ারি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের ১২৯ তম জন্মবার্ষিকীতে দেশের প্রতি তাঁর অদম্য ও অতুলনীয় আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধা জানাতে ভারত সরকার আয়োজিত এই বিশেষ দিনটি পরাক্রম দিবস হিসাবে সমগ্র দেশজুড়ে পালিত হল। এদিন সকালে কোঁদালিয়া বোস পাড়ায় নেতাজীর পৈতৃক বাড়িতে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। এছাড়া সুভাষ গ্রাম রেলওয়ে গ্রাউন্ডে এক বিশাল প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী টুইট করে দেশবাসীকে পরাক্রম দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং নেতাজীর শৌর্য ও দেশপ্রেমের কথা স্মরণ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে অধীনস্থ

পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা ড: আশীষ গিরি বলেন, '২০২১ সাল থেকে ২৩ জানুয়ারি এক বিশেষ দিনটিকে পরাক্রম দিবস হিসেবে বিভিন্ন প্রান্তে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রভাতফেরী, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বীরকে স্মরণ করা হয়।'

কলকাতা প্রেস ক্লাবে বই প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৪ জানুয়ারি সন্ধ্যায় কলকাতা প্রেস ক্লাবে পালক পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত লেখক তথা সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য ও বিশিষ্ট লেখিকা এবং অধ্যাপিকা সৈয়দ তানভীর নাসরিন-এর নতুন বই 'দক্ষিণপন্থী আধিপত্যবাদের প্রতিস্পর্ধী উচ্চারণ'-এর প্রকাশ ঘটে। প্রকাশ করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও নাট্যকার ব্রাত্য বসু। উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল, পুবের কলম পত্রিকার এডিটর জনাব আহমদ হাসান ইমরান, কবি সুবোধ সরকার, সাংবাদিক ভাস্কর। কলকাতা বইমেলায় ৩৩ নম্বর স্টলে বইটি পাওয়া যাচ্ছে।

চন্দননগরে চিত্র প্রদর্শনী

মলয় সুর : চন্দননগর লিচুতলায় চারুকলা অ্যাকাডেমীর আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী চন্দননগর ফরাসি মিউজিয়ামে ১৬ থেকে ১৮ জানুয়ারি ৩২ তম এক চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। এই চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী কুনাল কুমার দাস।

অনুষ্ঠানে ২২০ জন শিক্ষার্থী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তাদের ৪ টি গ্রুপে ভাগ থাকে। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী। এখানে বিভিন্ন ধরনের পেস্টাল, পেন্সিল, জলরং, তেলরং দিয়ে অপূর্ব ছবিগুলি শিল্পীরা সমান দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। বহু মানুষ এই চিত্রকলা প্রদর্শনী দেখতে আসেন।

মানবতার উষ্ণ আলো

নিজস্ব প্রতিনিধি : জ্ঞানবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর আরাধনার পবিত্র মুহূর্তে সমাজের প্রকৃত আলোকবর্তিকাদের-'জীবন্ত সরস্বতী"দের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটল এক অনাড়ম্বর মানবিক উদ্যোগে। বেহালার শকুন্তলা পার্কের শুভায়ন পার্কস্থিত 'লোকরাম মিশন সেবা ও সংস্কৃতি মঞ্চ এই বিশেষ দিনে শীতবস্ত্র বিতরণের মাধ্যমে সেবা কর্মের আয়োজন করে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাবা লোকনাথকে সাক্ষী রেখে গত ৮ বছর ধরে ধারাবাহিক ভাবে এই মহতী প্রয়াস চালিয়ে আসছে এই নির্দিষ্ট সংস্থাটি। এ বছরের অনুষ্ঠানেও সমাজের কমবেশি ২০ জন জীবন্ত সরস্বতীদের হাতে সামান্য শীতবস্ত্র তুলে দিয়ে সমাজে তাঁদের অবদানের প্রতি সম্মান জানানো হয়। এদিনের এই সেবাকর্মের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষিকা-গায়িকা সঙ্গীতভারতী ড. দীপশ্রী, শ্রাবন্তী কলাকেন্দ্রের অধ্যক্ষা নৃত্যগুরু

শ্রাবন্তী রায়, সমাজকর্মী শ্যামল কর-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁদের উপস্থিতি ও আন্তরিকতায় এই সেবাকর্ম কেবল একটি কর্মসূচি নয়, বরং মানবিক মূল্যবোধের এক নীরব উৎসবে পরিণত হয়।

কনসোর্টিয়াম ফর রুরাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার ওয়েলফেয়ার পরিচালনায় ২৬ জানুয়ারি চিনপাই একনং প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে লোক স্বাস্থ্য মেলা অনুষ্ঠিত হল। মেলায় ১১টা স্টল রয়েছে যেখানে রক্ত পরীক্ষা, সুগার পরিমাপ সহ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। লিভার ফাউন্ডেশনের অভিজিৎ চৌধুরী বলেন, এখন মানুষ বিভিন্ন রোগে ভুগছে। লোক স্বাস্থ্য মেলা যেখানে ফুচকা-চাওমিনের স্টল নেই আছে শুধু স্বাস্থ্য শিবির। -নিজস্ব চিত্র

রক্তাক্ত ২৬ জানুয়ারি

সমর গঙ্গোপাধ্যায়

প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি আমরা ‘প্রজাতন্ত্র দিবস’ হিসেবে পালন করে থাকি। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদ ভারতের সংবিধান অনুমোদিত করে। কিন্তু সংবিধানকে কার্যকর করার জন্য পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়। কারণ ২৬ জানুয়ারি ১৯৩০ কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ ঘোষণা করেছিল। ২ জানুয়ারি কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ঠিক করেছিল ২৬ জানুয়ারি ভারতে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হবে। সুভাষ চন্দ্র বসুকে সে বছর ২৩ জানুয়ারি জেলে পাঠানো হয়েছে। জেলে থেকেই
তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হয়েছিলেন।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি ঠিক করলেন এবার ২৬ জানুয়ারিতে বিশাল জনসমাবেশ করে কলকাতার বুকে স্বাধীনতা দিবস উৎযাপন করবেন। একদিকে গান্ধীজির লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন। অন্যদিকে চট্টগ্রামে পাড়ারে গর্জে উঠেছে সশস্ত্র বিপ্লবীদের বন্দুক। এর মধ্যে বাঙলার দামাল ছেলে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন সুভাষচন্দ্র। ব্রিটিশ পুলিশ তখন দিশেহারা। সুভাষকে স্বাধীনতা দিবস পালন করতে দিলে কলকাতায় ঘটে যাবে আরেক বিস্ফোরণ। পুলিশ ঠিক করলো সুভাষকে কিছুতেই স্বাধীনতা দিবস পালন করতে দেওয়া যাবে না। রুখতেই হবে তাঁকে। সারা কলকাতা জুড়ে ১৪৪ তারা জারি হলো। যে কোনো মূল্যে পুলিশ সুভাষকে মিছিল করতে দেবে না সে খবর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। সুভাষকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ প্রথমে শরৎ বোসের উডবার্ণ পার্কের বাড়িতে হানা দিল ২৫ জানুয়ারির রাতে পুলিশ পোস্টিং করে। পুলিশের দল ছুটলো এলগিন রোডের বাড়িতে। সেখানেও পাওয়া গেল না। বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে লালবাজারের গোয়েন্দারা কলকাতার স্বদেশী নেতাদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ব্যর্থ

মনোরথ হয়ে ফিরে এলো। সুভাষের কোনও খবর নেই। অথচ খবর আছে কলকাতায় বিরাট মিছিল হবে এবং তার নেতৃত্ব দেবেন স্বয়ং মেয়র। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে পুলিশের ভারি বুটের আওয়াজ। ময়দান ঘিরে ফেলেছে লালমুখো মাউন্টেড পুলিশ। পায়ে পায়ে ভিড় জমা হচ্ছে কলকাতা কর্পোরেশনের চারপাশে। ঘড়ির কাটায় বেলা বাড়তে লাগলো। একে একে নেতারা আসছেন। স্বেচ্ছাসেবকরা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিচ্ছেন। জনতার মধ্যে গর্জন উঠলো তাদের নায়ক কোথায়? কেউ কোনও উত্তর দিতে পারে না। বেলা গড়িয়ে ঠিক দুটো, ভিড়ের মধ্যে হাজির সুভাষ চন্দ্র, কপালে চন্দনের তিলক, গলায় মালা হাতে তুলে তিনি জনতাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। চারপাশে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে গর্জে উঠলো বিশাল মিছিল। জাতীয় পতাকা হাতে সুভাষ সেই জনস্রোতকে নগ্ন পায়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। শোভাযাত্রায় মহিলাদের কাণ্ড–কারখানা দেখে পুলিশ প্রথমে কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। এরপর তারা ব্যারিকেড করে মিছিল থামিয়ে দিতে চাইল। ব্যারিকেড ভেঙে পড়লো। পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল মিছিলের ওপর। সুভাষকে ঘিরে ধরলো অশ্বারোহী পুলিশের দল। শুরু হলো লাঠি চার্জ। তারা সুভাষের স্বাধীনতার স্বপ্নকে খুন করতে চায়। স্বদেশীদের হাত থেকে কেড়ে নিতে চাইছে জাতীয় পতাকা। পুলিশ মহিলাদের ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়ল খ্যাপা কুকুরের মতো। নিরস্ত্র মানুষগুলোর রক্তাত্ব করছিল আদীম উল্লাসে। সুভাষচন্দ্রের জামাকাপড় রক্তে ভিজে গেল। সারা শরীরে সাংঘাতিক আঘাত। মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে। সুভাষ জ্ঞান হারালেন। সেদিন সুভাষকে খুন করার গোপন নির্দেশ ছিল কিনা বলতে পারবো না। লাঠি চার্জ উপেক্ষা করে পুলিশ যখন দেখল দলে দলে মহিলা স্বেচ্ছাসেবকরা ছুটে আসছে তাদের নেতাকে বাঁচাতে তখন রক্তাক্ত সুভাষকে একটা ট্যাক্সিতে লালবাজারে নিয়ে চলে গেল।

লাল বাজার লক্ আপে ফেলে রাখা হলো সারারাত। এক ফোঁটা জল পর্যন্ত দেওয়া হল না। চিকিৎসা তো দূরের কথা। তবু সুভাষ বেঁচে রইলো যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত শরীরে। পরদিন কোর্টে রক্তমাখা জামাকাপড়েই সুভাষকে হাজির করা হলো। মামলা শুরু হলো চিফ প্রেসিডেন্সির ম্যাজিস্ট্রেট রক্সবরোর আদালতে। কোর্ট ইন্সপেক্টার শোনাতে লাগলেন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ফিরিস্তি। অভিযোগ শুনতে শুনতে বিচারপতি হঠাৎ কাঠগোড়ায় দাঁড়ানো মানুষটির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। সুদর্শন এক রক্তমাখা পুরুষ, হাতে রক্তমাখা কাপড়ের ফালি। মাথায়, কপালে এবং ছেঁড়া কাপড়ের ফালি বাধা। তাতে কালচে রঙের ছোপ।

বিচারপতি জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনি কিছু বলতে চান?’

সুভাষচন্দ্র উত্তর দেন, ‘আমি এই মামলা সম্পর্কে কিছুই বলতে চাই না। আমি এই বিচারে অংশগ্রহণই করছি না।’

বিচারপতি জিজ্ঞেস করেন, ‘হোয়াই?’

সুভাষচন্দ্র উত্তর দেন, ‘আই অ্যাম এ নন কো–অপারেটার। আমি পুলিশের বর্বরতার কথা বলবো। যা চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আপনার জানা উচিত। স্যার, আমাকে নির্মমভাবে মারা হয়েছে। অথচ পুলিশ লক আপে সামান্য ফার্স্ট এইড পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। ক্ষতস্থানের জন্য ব্যাণ্ডেজ পাইনি যন্ত্রণা কমানোর জন্য। ব্রিটিশ সরকার ২৪ ঘণ্টা জল পর্যন্ত দেয়নি। আমার ভাই–এর মৃত্যুর জন্য আমি অশৌচ অবস্থায় আছি। আমার বাড়ি থেকে খাবার ও জামাকাপড় পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ তাও আমাকে দেয়নি।’

বিচারপতি কোর্ট ইন্সপেক্টরকে নির্দেশ দিলেন, লক আপে আসামীর জন্য জামাকাপড় বদলানো ও খাবারের বন্দোবস্ত করা হয়। তারপর সুভাষচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি যেহেতু ডিফেণ্ড করলেন না তাই আমি এখনই আপনার বিরুদ্ধে ওটা অভিযোগগুলি মেনে নিয়ে ৬ মাস কারাদণ্ড দিলাম। পুলিশ ভ্যান এসে দাঁড়ালো আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের গেটে। সুভাষকে ভেতরে নিয়ে গেলেন জেলসুপার কর্ণেল প্রীতম সিং। শোনা যায় অন্তরালে সুভাষের পায়ের ধূলো নেবার জন্য ছুটে আসেন সুপারের পরিবার। সুভাষ বিস্মিত।

শুধু দরিদ্র নয়, দারিদ্রতার উৎস দেখেছেন স্বামীজী

নরেন্দ্রনাথ কুলে

স্বামীজী সন্ন্যাসী অথচ তাঁর আকুলতা দেশ ও দেশের মানুষের জন্য। আজও তা আমাদের পথ দেখায়। কিন্তু সেই পথে আমরা হাঁটতে পারছি কিনা তার উত্তর খোঁজার ক্ষেত্রে আমরা যেন ক্রমশই উদাসীন হয়ে পড়ছি। তাঁর আকুলতায় মানুষের মনুষ্যত্বের উত্তরণের প্রচেষ্টা থেকে তিনি কখনো বিরত হননি। এ সম্পর্কে নিবেদিতা বলছেন, বিবেকানন্দের সমগ্র চেতনাকে প্রতি মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল মানুষ – বিশেষ করে দুর্বল অসহায় মানুষ। শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর সর্বত্র নির্যাতিত দুর্বল অসহায় মানুষদের মনুষ্যচিত অধিকার, পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ –এই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, তারই জন্য তাঁর সকল চিন্তা, সকল আয়াস, সকল সংগ্রাম। এ লক্ষ্য থেকে মুহূর্তের জন্যও কখনও তিনি বিচ্যুত হননি। কখনও তাঁর মধ্যে এ লক্ষ্যাভিমুখী প্রয়াস স্তিমিত হয়নি। বারংবার এ চিন্তার উচ্চ থেকে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করতে তিনি অক্ষম হননি। সকল মানুষ বিশেষত যাঁরা একেবারে অবহেলিত তাঁদের কথাই বারে বারে তিনি বলেছেন। তাঁদেরকে আপন করে নিতে পেরেছেন। তাই তিনি সদর্পে বলতে পেরেছেন, ভুলিও না–নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর – তোমার রক্ত, তোমার ভাই। এঁদের আপন করে নিতে না পারলে কোনপ্রকার কল্যাণমূলক প্রগতি সম্ভব হবে না বলেই তিনি বলেছেন। তাঁর কথায়, বিভিন্ন বর্ণের অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান হইবে না, যদি এই বিরোধের আগুন একবার প্রবলভাবে জ্বলিয়া ওঠে, তাহা হইলে সর্ব প্রকার কল্যাণমূলক প্রগ্রতিই কয়েক শতাব্দীর জন্য পিছাইয়া যাইবে।’

সকল বিভেদের উর্ধ্বে উঠে সকল ভারতবাসীকে আপন করে নিলে তবেই ভারতের কল্যাণ। তিনি বলছেন,তুমিও কটিমাত্র–বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল–ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই–ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আজকের সময় ও পরিবেশে ভারতের কল্যাণ নিয়ে চিৎকার হচ্ছে , কিন্তু সকল ভারতবাসী ‘ভাই’ এ কথার দৃঢ়তা হারিয়ে যাচ্ছে।

বিবেকানন্দ শুধু ভারতের ও ভারতবাসীর কল্যাণ চেয়েছেন তা নয়, তিনি পৃথিবীর সমস্ত অবহেলিত মানুষদের কল্যাণ চেয়েছেন। এ সম্পর্কে নিবেদিতা যেমন বলেছেন, তেমন বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষও বলেছেন। বিপ্লবী ঘোষ বলেছেন, বিবেকানন্দ একজন সাধারণ ধর্মগুরু ছিলেন না, একজন সাধারণ সন্ন্যাসী ছিলেন না।... আমার চোখে পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাসে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ মানুষ–সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। পৃথিবীর যেখানে যত দরিদ্র, শোষিত, অবহেলিত মানুষ আছে সকলের বন্ধু বিবেকানন্দ। তিনি শোষিত মানুষদের কেবল কল্যাণ চেয়েছেন তা নয়। তিনি শোষিত মানুষরা কিভাবে শোষণের শিকার হচ্ছে সেদিকেও তাঁর গভীর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তাই তিনি শুধু একজন সাধারণ ধর্মগুরু বা সন্ন্যাসী নন। তিনি দেখিয়েছেন যে সমাজে শোষণ কেবল অর্থনৈতিকভাবে হয় না। তিনি

দেখিয়েছেন সমাজে চার রকমের শোষণ–জ্ঞান বা বিদ্যাবুদ্ধিবলে শোষণ, অস্ত্রশক্তির সাহায্যে শোষণ, অর্থনৈতিক শোষণ, শ্রম শক্তির/ সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির শোষণ। বিবেকানন্দ বলছেন, বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবার ধারণা মনুষ্যজীবনের কলঙ্কস্বরূপ।..প্রথমে আসে পাশব সুবিধার ধারণা – দুর্বলের উপর সবলের অধিকারের চেষ্টা। এই জগতে ধরনের অধিকারও ঐরূপ। একটি লোকের অপরের তুলনায় যদি বেশী অর্থ হয়, তাহা হইলে যাহারা কম অর্থশালী, তাহাদের উপর সে একটুকরো অধিকার স্থাপন বা সুবিধা ভোগ করিতে চায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের অধিকার–লিপ্সা সূক্ষ্মতর এবং অধিকতর প্রভাবশালী। যেহেতু একটি লোক বেশি জানে শোনে, সেই জন্য সে অধিকতর সুবিধার দাবি করেক্ষ। সর্বশেষ এবং সর্বনিকৃষ্ট অধিকার হইল আধ্যাত্মিক সুবিধার অধিকার।..যাহারা মনে করে আধ্যাত্মিকতা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা বেশী জানি, তাহারা অন্যের উপর অধিকতর দাবি করে।..

অধিকতর সুবিধাভোগী দাবিদারের কাছে দরিদ্রদের পরিশ্রম অত্যন্ত অবহেলিত যা শোষণের চাকাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যার ফলে দরিদ্র আরও দরিদ্রের পাঁকে নিমজ্জিত হচ্ছে এবং ধনী আরও ধনবান হয়ে উঠছে, এই পার্থক্য তিনি উপলব্ধি করেছেন বলে বিপ্লবী ভূপেন্দ্র দত্ত বলেছেন। বিবেকানন্দ বলছেন, ঐ যারা..বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না! ছোট জাত পরিশ্রমের ফল পাচ্ছে না, শুধু সেদিকে তার নজর ছিল তাই নয়। সারা দেশের শ্রমজীবীর নীরব পরিশ্রম যাদের আধিপত্য ও ঐশ্বর্য বাড়িয়েছে সেদিকেও খেয়াল করেছেন। তিনি বিস্ময়ের সাথে প্রকাশ করেছেন, হে ভারতের শ্রমজীবী! তোমার নীরব অনবরত–নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলেকজেন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভেনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য লাভ করেছে। আরও বলছেন যে যাঁরা এসব দেখেও দেখে না, অথচ এঁদের পয়সায় শিক্ষিত তাদেরকে তিনি দেশদ্রোহী হিসেবে দেখেন। বলছেন, যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র আর অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি।

দরিদ্র মানুষের অবস্থা দেশে দেশে চলমান ব্যবস্থায় কল্যাণময় হয়ে উঠতে যে পারে না তা তিনি লক্ষ্য করেছেন। শোষণযন্ত্রটা কাদের হাতে তা তিনি স্পষ্ট করেছেন–যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের হাতের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠছে,শুষছে, তারপর সেপাই করে দেশ–দেশান্তরে পাঠাচ্ছে, জিত হলে তাদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে। আর প্রজাগুলো তো সেইখানেই মারা গেল। শাসন হাতের মুঠোয় থাকা শক্তিমান পুরুষেরাই সমাজকে চালাচ্ছে বলে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। বলছেন, ও তোমার পার্লামেন্ট দেখলুম, সেনেট দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি দেখলুম, রামচন্দ্র। সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান পুরুষরা যেদিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল।

বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হয়েও শোষিত মানুষ ও শোষণের চেহারার গভীরে যেভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন, তাঁর সেই দৃষ্টিপাত থেকে আমরা যেন আজ ক্রমশ দৃষ্টিচ্যুত হয়ে চলেছি। তাঁর দৃষ্টিতে শোষণের চার রূপ থেকে মানুষ কি মুক্ত হতে পেরেছে ? আজকে সুবিধাভোগীদের চেহারা সে কথা বলে না। তাই ভেড়ার দল আর শক্তিমান পুরুষের চেহারার পার্থক্য আরও যেন দ্রুত প্রকট হচ্ছে।

মানবতার সুরে মিলনমেলা

প্রশান্ত সরকার

সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক চেতনার ধারক বাউল সাধনার মহামিলনস্থল হয়ে উঠল ঝড়খালী। প্রতি বছরের মতো এ বছরও ঝড়খালী হেড়োভাঙ্গা বিদ্যাসাগর বিদ্যামন্দিরের মাঠে ১০ ও ১১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল দু'দিনব্যাপী বাউল ফকির উৎসব। সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি রাজ্যের একাধিক জেলা থেকে আগত বাউল ও ফকির শিল্পীদের অংশগ্রহণে এই উৎসব পরিণত হয় এক অনন্য সাংস্কৃতিক সমাবেশে। উৎসবের শুরুতেই বাউল সাধকদের আখড়ার সুরে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা প্রাঙ্গণ। একতারা, ডুগডুগি, খোল ও করতালের তালে তালে মানবতাবাদী বাণী ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। জাতি, ধর্ম, বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের ভেতরের মানুষকে খোঁজার আহ্বান জানায় বাউল গান। লালন, হাছন রাজা ও অন্যান্য সাধক কবিদের দর্শননির্ভর গান দর্শক–শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যায় গভীরভাবে। এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া,

মুর্শিদাবাদ, হাওড়া সহ বিভিন্ন জেলার বাউল শিল্পীরা। অনেকেই এসেছেন দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে, শুধুমাত্র সাধনার টানে ও লোকসংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে। দুই দিন ধরে পালাক্রমে চলে বাউল গান, ফকিরি সাধনা ও আখড়াভিত্তিক পরিবেশনা, যা দর্শকদের মধ্যে গভীর আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি করে। উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। নারী–পুরুষ, শিশু–কিশোর থেকে শুরু করে প্রবীণরা—সকলেই এই লোকসংস্কৃতির মহোৎসবে অংশ নেন। অনেকেই পরিবার–পরিজন নিয়ে এসে সারাদিন ধরে গান শোনেন, বাউলদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের জীবনদর্শন সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই ধরনের উৎসব নতুন প্রজন্মকে শিকড়ের সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আয়োজকদের বক্তব্য অনুযায়ী, বাউল ফকির উৎসবের মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বিনোদন নয়, বরং মানবিক মূল্যবোধ, সম্প্রীতি ও আত্মানুসন্ধানের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। আধুনিকতার ভিড়ে হারিয়ে যেতে বসা লোকসংস্কৃতিকে নতুন করে জীবন্ত করে তোলাই এই আয়োজনের প্রধান লক্ষ্য। তাঁদের মতে, সুন্দরবনের মতো প্রান্তিক অঞ্চলে এই ধরনের সাংস্কৃতিক উদ্যোগ সামাজিক ঐক্য ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বিশেষভাবে প্রয়োজন। সব মিলিয়ে ঝড়খালীর বাউল ফকির উৎসব দু'দিন ধরে হয়ে উঠেছিল সুর, সাধনা ও মানবতার মিলনমেলা। লোকসংস্কৃতির এই ধারাবাহিক আয়োজন আগামীদিনেও আরও বৃহৎ পরিসরে অনুষ্ঠিত হবে—এমনই প্রত্যাশা শিল্পী ও দর্শক সকলের।

আধ্যাত্মিক মানবিক সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমে

শেষ হল নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব

সৃজিতা মালিক

১২ জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত আধ্যাত্মিক–মানবিক–সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমে উদযাপিত হল নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির ৬২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব। ১২ জানুয়ারি ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী ও নানা আধ্যাত্মিক কর্মসূচি। ১৩ থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বিনামূল্যে পশু স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয় সামালির বিবেক নিকেতনে। ১৬ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা মাঙ্গলিকী এই কর্মসূচি রূপায়ণ করে। সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে শিশু থেকে সর্বসাধারণের প্রতিযোগীরা। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় ১৮ জানুয়ারি মূল সাংস্কৃতিক মঞ্চ থেকে। ঐদিন সকাল ১১ টায় অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা বারইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর রজত শুভ্র নস্কর। উপস্থিত ছিলেন পিয়ারলেস হাসপাতালের প্রখ্যাত চিকিৎসক মণীশ মণ্ডল। ১৯ জানুয়ারি। ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন এবং দক্ষিণ বারাসাত আই ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় বিনামূল্যে দন্ত ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। দুই সংস্থার কর্ণধার ডাক্তার তরুণ রায় এবং ডাক্তার মোহন সাধুখাঁ ওই দিন উপস্থিত ছিলেন। শতাধিক মানুষ এই পরীক্ষা শিবিরে দন্ত এবং চক্ষু পরীক্ষা করান। ৩০ জন মানুষকে বিনামূল্যে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে চশমা প্রদান করা হয়। কুড়ি জানুয়ারি ছিল আলিপুর বার্তা রিপোর্টার্স মিট এবং দেশলোক পত্রিকার লেখক সম্মেলন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৬০ জন সাংবাদিক এবং লেখক এই সম্মেলনে যোগদান করেন। আগামী দিনে কিভাবে আলিপুর বার্তা এবং দেশলোক পত্রিকার আরো শ্রী বৃদ্ধি হয় সেই বিষয় নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। প্রসঙ্গত আলিপুর বার্তা এখন পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতে পাওয়া যাচ্ছে। আলিপুর বার্তার নতুন স্লোগান ‘সারা বাংলা জুড়ে এখন

আলিপুর বার্তা’। ২৩ জানুয়ারি ছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১৩০ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান। ঐদিন সকালে বিবেক নিকেতন প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ভারতীয় অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন দলের বক্সার অসিত ব্যানার্জি। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি কল্লোল গুহ ঠাকুরতা। বাসবী চ্যাটার্জী ও অন্যান্য প্রয়াত সদস্য–শুভানুধ্যায়ীদের শ্রদ্ধা জানাতে ১ মিনিট নিরাবতা পালনের মাধ্যমে প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির আশ্রমিক শিশুরা। তারপরে ভক্তি সংগীত পরিবেশন করেন মানসী ঘোষ। ১২ টা ১৫ মিনিটে নেতাজির জন্ম মুহূর্তের শুভক্ষণ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। ঐদিন মূল মঞ্চে ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা মেরা ভারত জুবা বারুইপুরের পক্ষ থেকে নেতাজি বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ওই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করে প্রদীপ প্রজনন করেন ডিস্ট্রিক্ট ইউথ অফিসার সুজাতা ভৌমিক। ওই উপলক্ষে একটি বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ঐদিন মূল মঞ্চ থেকে দুস্থ ছাত্র–ছাত্রীদের পুস্তক প্রদান দুস্থ মানুষদের শীতবস্ত্র প্রদান এবং চশমা প্রদান করা হয়। দুপুরে ছিল সকলের জন্য খিচুড়ি প্রসাদ। এদিন মূল মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অভীক চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রুতি নাটকে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলেন উত্তর কলকাতার শ্রুতি আলেখ্য সংস্থা। শেষে নবম শ্রেণীর ছাত্রী অনিমিকা ঘোষ তার ভক্তিমূলক গানের মাধ্যমে সকলকে মোহিত করে দেন। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ তার বক্তব্যে বলেন, সকলের সহযোগিতায় ৬২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে শেষ হয়েছে। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি এবং আলিপুর বার্তার প্রাণপুরুষ তরুণ ভূষণ গুহর দেখানো পথেই এবং আদর্শে সমিতি তার কাজকর্ম আগামী দিনে এভাবেই বজায় রাখবে। অনুষ্ঠানকে সফল করতে যারা যারা সহযোগিতা করেছেন সকলকেই তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন কুনাল মালিক এবং প্রিয়ম গুহ।

আরো ছবি আটের পাতায়

শ্রমজীবী ক্রীড়া

দেবাশিস রায় : প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে সিপিএমের কৃষক এবং ক্ষেতমজুর সংগঠনের উদ্যোগে একদিবসীয় শ্রমজীবী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের জঙ্গলমহলে। দিগনগর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাড়গড়িয়া ফুটবল ময়দানে 'সারা ভারত কৃষকসভা ও ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন'–এর পক্ষ থেকে আয়োজিত এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এলাকার শতাধিক নারীপুরুষ অংশগ্রহণ করেছিল। দৌড়, বস্তা দৌড়, তীর নিক্ষেপ, দড়ি টানাটানি প্রভৃতি প্রতিযোগিতার পাশাপাশি জঙ্গলমহলের চিরন্তন ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী নৃত্যানুষ্ঠানের

জমজমাট আয়োজন ছিল। একইসঙ্গে এদিন এলাকার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া খড়ি নদী সহ সবুজ পরিবেশকে বাঁচানোর বার্তা দিয়ে একটি মিছিলও সংগঠিত হয়েছিল। জেলার সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত এলাকায় আয়োজিত এদিনের কর্মসূচিতে শ্রমজীবী মানুষের পাশাপাশি অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নজর কাড়ে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, দলীয় নেতা সুশান্ত ঘোষ, সুরেন হেমরম, ছাত্রনেতা প্রবীর ভৌমিক প্রমুখ। এদিন পুরস্কার বিতরণ মঞ্চ থেকে দেশ ও সংবিধান এবং পরিবেশকে বাঁচানোর ডাক দিয়ে বক্তব্য রাখেন একাধিক নেতৃবৃন্দ।

মেয়েদের বার্ষিক ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হল ৪৯ তম দার্জিলিং জেলা মেয়েদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ৪০০ জনের উপরে প্রতিযোগি অংশগ্রহণ করে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, ৬০ মিটার দৌড়, ১০০ মিটার দৌড়, ২০০ মিটার দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্প সহ আরো বেশ কিছু ইভেন্ট ছিল প্রতিযোগিতায়। জয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

ক্যানিং ম্যারাথনে কেনিয়ার দুই প্রতিযোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৭ জানুয়ারি ক্যানিংয়ে এমএলএ অনুষ্ঠিত হয় গোল্ড ম্যারাথন ২০২৬। ১০ কিমি ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ২২০০ জন প্রতিযোগি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও আফ্রিকার কেনিয়া থেকে দুই মহিলা প্রতিযোগিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। দৌড় শুরু হয় তালদি থেকে ও শেষ হয় নিউ বাস টার্মিনাস এ। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে মোট ৬০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও বিশেষ ভাবে সক্ষম, শিশু ও বয়স্কদেরও পুরস্কৃত করা হয়।

৩০ মিনিট ৫৮ সেকেন্ডে ১০ কিমি দৌড় সম্পন্ন করে মহিলা বিভাগে প্রথম হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের রেণু, দ্বিতীয় উত্তরপ্রদেশের পূজা ভার্মা(৩১মিনিট ০৮ সেকেন্ড), তৃতীয় উত্তরপ্রদেশের নন্দিনী গুপ্তা(৩১ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড), চতুর্থ শম্পা গায়েন(৩২ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড), পঞ্চম হরিয়ানার মুন্নী দেবী(৩২মিনিট ৫১ সেকেন্ড), ষষ্ঠ কেনিয়ার লেলেই লিয়ান জেপকেমবোই, সপ্তম উত্তরপ্রদেশের মমতা রাজভর, নবম কেনিয়ার আইজা জেরোটিস, দশম উত্তরপ্রদেশের শিবানী কুমারী। অন্যদিকে পুরুষ বিভাগে প্রথম হয়েছেন পশ্চিম মেদনীপুরের পঞ্চানন বেরা(২৬ মিনিট ০৯ সেকেন্ড)। দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রের শচীন যাদব(২৬ মিনিট ২২ সেকেন্ড)। তৃতীয় রাজস্থানের প্রদীপ কুমার(২৭ মিনিট ১২ সেকেন্ড)। চতুর্থ উত্তর প্রদেশের রবি কুমার পাল, ষষ্ঠ উত্তরপ্রদেশের অজয় কুমার বিন্দ, সপ্তম উত্তরপ্রদেশের সুভম বালিয়ান, অষ্টম উত্তরাখণ্ডের ভীম, নবম উত্তরাখণ্ডের বাদল, দশম উত্তরপ্রদেশের রণজিত কুমার।

ম্যারাথন দৌড় শেষে বাসষ্ট্যান্ডে একটি মঞ্চ থেকে পুরস্কার প্রদান করা হয় বিজয়ীদের হাতে। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস, মহকুমা পুলিশ আধিকারীক রাম কুমার মণ্ডল, ক্যানিং–১–এর বিডিও নরোত্তম বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস, থানার আইসি অমিত কুমার হাতি সহ অন্যান্যরা।

আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৮৮ সালে প্রথম আন্তঃকলেজ রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এই গোটা আয়োজনকে জেলা স্তরের প্রতিযোগিতা এবং রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় ভাগ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২৪–২৫ জানুয়ারি ও ১ ফেব্রুয়ারি তিনদিনব্যাপী আয়োজিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা আন্তঃ কলেজ স্পোর্টস্ অ্যান্ড গেমস্ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫–২৬ বেহালার ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল। ২৪ জানুয়ারি ঠাকুরপুকুরে জেলা স্তরের এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেহালা পূর্বের বিধায়িকা রত্না চট্টোপাধ্যায় এবং ভারতীয় জাতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক অর্ণব মণ্ডল। এই জেলার ২৭টি কলেজের সর্বমোট ৫৩০ জন ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ১৭২ জন ছিলেন ছাত্রী, যা মহিলা শিক্ষার্থীদের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহের প্রতিফলন। এই প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রী উভয়ের জন্য ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড অ্যাথলেটিক্স, ছাত্রদের জন্য ফুটবল এবং ছাত্রীদের জন্য খো–খো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়, ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ, কুলতলি মহাবিদ্যালয়, এই বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ ড. ভাস্কর মহানায়ক এই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর ও অংশগ্রহণকারী কলেজগুলির সহযোগিতার জন্য

ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজ–সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহের সঙ্গে এই আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিধায়িকা রত্না চট্টোপাধ্যায় ছাত্রজীবনে শিক্ষার পাশাপাশি ক্রীড়াচর্চার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন। যে যেটায় ভালো, তাকে সেটাতেই উৎসাহিত করতে হবে। তবেই সার্বিক উন্নতি হওয়া সম্ভব। প্রধান অতিথি অর্ণব মণ্ডল তরুণ খেলোয়াড়দের বলেন, শৃঙ্খলাই সাফল্যের চাবিকাঠি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, এই সকল কলেজের অধ্যাপক–অধ্যাপিকা, ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা ছাড়া এই আয়োজন কখনই সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। এই প্রতিযোগিতার লক্ষ্য কলেজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রীড়াসুলভ মনোভাব এবং সার্বিক বিকাশকে উৎসাহিত করা। এই কলেজের স্পোর্টস অর্গানাইজিং সেক্রেটারি অধ্যাপক নবকিশোর চন্দ বলেন, আমাদের কলেজ ছাত্র–ছাত্রীদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য উৎসাহিত করে থাকে।

ম্যারাথন দৌড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ভদ্রেশ্বর নবীন হিন্দী পুস্তকালয়ের উদ্যোগে চন্দননগর হাসপাতাল থেকে ভদ্রেশ্বর চন্দবাবুর বাজার পর্যন্ত একটি ম্যারাথন দৌড় সফলভাবে সম্পন্ন হল।

এই ম্যারাথন দৌড়টি ৪ কিলোমিটার বিস্তৃত ছিল, যেখানে প্রায় ৬০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। ক্লাবের সম্পাদক প্রদীপ চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেন, 'প্রতি বছর এই দিনটিকে সামনে রেখে যুবক ও যুবতীদের নেতাজির আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে এই ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করেছি। এছাড়া দৌড়বিদদের আগামী দিনে তাদের পারফরম্যান্স লক্ষ্য করা যায়।'এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রথম তিন জন প্রতিযোগী হলেন– প্রথম দেবরাজ মল্লিক, দ্বিতীয় সুশীল পোদ্দার ও তৃতীয় অমিত মল্লিক। অন্যদিকে মহিলাদের ৪ কিলোমিটার দৌড়ে প্রথম সায়ন্তী সোরেন, দ্বিতীয় রিয়া বেরা এবং তৃতীয় আয়ুষ সাউ। সকল অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের ক্লাবের তরফ থেকে গেঞ্জি দেওয়া হয়, এরই সাথে বিজয়ী প্রতিযোগীদের আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

সুন্দরবনের ফুটবলে মহিলা জোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : নদীর পাড়ে বসবাস, চিন্তা বারো মাস! প্রত্যন্ত সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার মানুষদের এটাই বাস্তব জীবন কথা! সুন্দরবনের অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া ব্লক বাসন্তীর বাসিন্দারা সমস্ত চিন্তা, ভয় সব কিছু ভুলে ২৫ জানুয়ারি রবিবার মেতে উঠেছিল মহিলা ফুটবল উৎসবে।

স্থানীয় চোরাডাকাতিয়া সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাব আয়োজিত অষ্টম বর্ষের দুদিন দিন ব্যাপী বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে তারা আয়োজন করেছিল দঃ ২৪ পরগনা জেলার সেরা নকআউট মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার। যেখানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মোট ৮ টি মহিলা ফুটবল দল অংশগ্রহণ করছিল। রবিবার এই ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মুখোমুখি হয় গঙ্গাসাগর থানা বনাম নদিয়ার ধুবুলিয়া উইমেন্স স্টার ফুটবল ফাউন্ডেশন। নির্ধারিত সময়ে খেলার ফলাফল গোল শুন্য থাকায় খেলা গড়াই ট্রাইব্রেকারে। সেখানেও খেলার ফলাফল না হওয়ার ফলে টস হলে নদীয়া কে টসে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় গঙ্গাসাগর থানা। খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে স্বর্গীয় মাখন চন্দ্র মণ্ডল ও স্বর্গীয়া মাতঙ্গিনী মণ্ডল স্মৃতি ট্রফি সহ নগদ ২০ হাজার টাকা ও রানার্স দলের হাতে স্বর্গীয় অমিয় গিরি স্মৃতি ট্রফি সহ নগদ ১৫ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও এই ফুটবল প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়িকা সন্ধ্যা মাইতির হাতে সুদৃশ্য ট্রফি সহ গোল্ডেন বলের প্রতিকৃতি ট্রফি, নতুন মোবাইল ফোন সহ নানান পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে সেরা গোলকিপার, প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোলদাতা কেও পুরস্কৃত করা হয়। সুন্দরবনের এই মহিলা ফুটবলের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিতে অথিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, ভারতীয় ফুটবলের ক্রীড়া ভাষ্যকারের জগতের জীবন্ত কিংবদন্তি প্রদীপ রায়, ইস্টবেঙ্গল,মোহনবাগান মহমেডান সহ ৭ বারের সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন প্রাক্তন খেলোয়াড় প্রশান্ত চক্রবর্তী ও প্রাক্তন স্বনামধন্য ফুটবলার তথা

বর্তমান মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবল সচিব দ্যিপেন্দু বিশ্বাস, প্রাক্তন আইএফএ সহ সভাপতি তথা সার্দান সমিতি কর্তা সৌরভ পাল ও বিশিষ্ট ফুটবল ম্যাচ রেফারি প্রতীক মণ্ডল এবং শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত শিক্ষক অমল নায়েক, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক জহুরুল ইসলাম, শুভেন্দু মণ্ডল সহ বিশিষ্টজনেরা।

এই দু–দিন ব্যাপী বাৎসরিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে চোরাডাকাতিয়া সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাবের সভাপতি সাবির হোসেন সেখ ও ক্লাবের ক্রীড়া সম্পাদক গৌতম মাইতি বলেন, আমাদের ক্লাবের বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান আর ৫টা ক্লাবের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মতো নয় আমাদের ক্লাবের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হল আমাদের প্রত্যন্ত সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া এলাকার মানুষদের, ছেলে মেয়েদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা। তাই আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপের প্রায় কয়েকশো মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়েছি, সেই সঙ্গে অত্যন্ত সুন্দরবনের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সাহায্যার্থে তাদের হাতে বই খাতা পেন তুলে দেওয়ার পাশাপাশি আমাদের এই বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অঙ্কন প্রতিযোগিতা, তবলা প্রতিযোগিতা, সংগীত প্রতিযোগিতা ও রক্তদান শিবির সহ নানানাম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে সুন্দরবনের মানুষের মনে চিন্তা ভয়কে দূরের সরিয়ে রেখে কয়েক দিনের জন্য হলেও আনন্দ ফিরিয়ে এনেছিলাম আমরা এবং এই ফুটবল প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে আমাদের সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দীপাঞ্চলের প্রতিভাববান মহিলা ফুটবলারা ফুটবল পায়ে যাতে রাজ্য তথা দেশের মাঠ কাঁপাতে পারে এবং সম্মান ছিনিয়ে আনতে পারে সেই সব প্রতিভা গ্রাম থেকে তুলে আনার জন্য আমরা বাসন্তীর চোরাডাকাতিয় মোহনবাগান ফ্যানস্ ক্লাব সব সময় অঙ্গীকার বদ্ধ।'

বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের বার্ষিক ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন। প্রত্যেক বছর মুসকান নর্থবেঙ্গল কাউন্সিল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সংস্থার তরফ থেকে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছেলে মেয়েদের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এ বছরও তাদের উদ্যোগে শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছেলে মেয়েদের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, চলতি বছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ৩৭ তম বর্ষে পদার্পণ করল। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে ২২টি দল, অন্ততপক্ষে ৪০০ জন প্রতিযোগী এবারে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। একদিন ব্যাপী ক্রীড়া

প্রতিযোগিতা সকাল থেকে শুরু হয়ে বিকাল পর্যন্ত চলে। উক্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে আজমিকেয়ার নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফ থেকে বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

দন্ত পরীক্ষা শিবির

চক্ষু পরীক্ষা শিবির

পশু টিকা ও চিকিৎসা শিবির

গানের প্রতিযোগিতা

নৃত্য প্রতিযোগিতা

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

অঙ্কন প্রতিযোগিতা

পুরস্কার বিতরণী

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাউল গান

হুইল চেয়ার প্রদান

কম্বল বিতরণ

আবাসিকদের সঙ্গীত পরিবেশন

সঙ্গীত পরিবেশন

শতবর্ষে দিকপাল বাঙালিদের নিয়ে অনবদ্য সঙ্গীতানুষ্ঠান

'হৃদয়ে নেতাজী' নিয়ে শ্রুতি আলেখ্য উত্তর কলকাতার শ্রুতি নাটক পরিবেশন

ভক্তিগীতি পরিবেশনা

মাই ভারত–এর নেতাজীকে নিয়ে আলোচনা সভা

দেশলোক পত্রিকার উত্তম হেমন্ত সংখার উদবোধন

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com